শ্রুতবোধঃ।

মহাকবি কালিদাস-বিরচিতঃ।

আর্য্যানুষ্টুপ্ছন্দঃপ্রকারভেদসমেতঃ

টীকয়া বঙ্গভাষানুবাদেন চ সমন্বিতঃ।

পণ্ডিত-শ্রীশ্রীরাম-শাস্ত্রি-সম্পাদিতঃ।

কলিকাতা,

ভবানী দত্ত লেন, বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন যন্ত্রে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তি-দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।
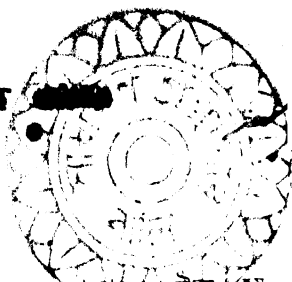
ভূমিকা।

'শ্রুতবোধ' ছন্দোগ্রন্থ,—শ্রুতমাত্র ইহা দ্বারা ছন্দোজ্ঞানের উদয় হয়, এই হেতুই ইহার অন্বর্থ নাম 'শ্রুতবোধ'। মহাকবি কালিদাস ইহার প্রণেতা। কালিদাসের কাব্যকুশলতা কাব্যকোবিদগণের সুবিদিত। তাঁহার কাব্য-রসিকতা এই ক্ষুদ্র নীরস ছন্দোগ্রন্থকেও ছাড়িতে পারে নাই। প্রবাদ—পত্নীর ছন্দঃ-শিক্ষাচ্ছলেই কালিদাসের এই গ্রন্থ-প্রণয়ন; সুতরাং ললনার কোমল চিত্তের আকর্ষক সরল প্রাঞ্জল পদবিন্যাস সহকারে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফলতঃ ছন্দোলক্ষণগুলি সহজে কণ্ঠস্থ ও বোধগম্য করিবার পক্ষে বিলক্ষণ সুযোগ সংসাধিত হইয়াছে।

ছন্দঃ বহু অবান্তর ভেদবিশিষ্ট, তন্মধ্যে প্রধানতঃ জাতি ও বৃত্ত এই দুইটী ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে; মাত্রা-পরিসংখ্যাত ছন্দের নাম জাতি ও অক্ষর-পরিসংখ্যাত ছন্দের নাম বৃত্ত। গ্রন্থকার শ্রুতবোধে অক্ষর-পরিসংখ্যাত বৃত্তই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। মাত্রা-পরিসংখ্যাত জাতির নমুনাও তিনি 'আর্য্যা', 'গীতি' এবং 'উপগীতি' ছন্দে দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যতি লঘু গুরু প্লুত প্রভৃতির সংজ্ঞাও সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। টীকামধ্যেও জাতি বৃত্ত এই উভয়েরই বিশ্লেষণ করিতে যত্ন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ ৪২টী শ্লোকে সমাপ্ত,—ইহাতে কাব্যের আপাততঃ জ্ঞাতব্য প্রায় কোন ছন্দোলক্ষণই পরিত্যক্ত হয় নাই। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গুণগ্রাহী গবরমেণ্ট-সংস্কৃত-শিক্ষা-বিভাগ উক্ত গ্রন্থখানিকে কাব্যের আদ্য পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

ছন্দের মধ্যে অনুষ্টুপ্ ও আর্য্যাই জটিল। ইহার বহু প্রকার-ভেদ আছে। কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ মহাশয় এই গ্রন্থে অনুষ্টুপ্ ও আর্য্যা-বিষয়ক দুইটী গভীর-গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ

করিতে সম্মতি দিয়া এই গ্রন্থখানিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ দুইটী এই গ্রন্থে পরিশিষ্টাকারে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখন মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, কেবল ইহা কাব্য প্রথম পরীক্ষার্থীর কেন, ছন্দোজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেরই উপকারে আসিবে।

কলিকাতা "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে"র অধ্যাপক এবং ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহোদয় "শ্রুতবোধে"র আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব "বঙ্গবাসী"র স্বত্বাধিকারীর।

উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি।
৩০শে পৌষ—১৩৩৩।

শ্রী শ্রীরাম শাস্ত্রী।
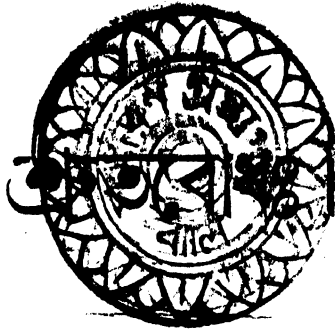
নমো গণেশায়।

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।
তমহং সংপ্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্ ॥ ১

অনেকদোষভাজমপ্যনেকদেকসদ্‌গুণং,
ন চাবধীরয়ন্ত্যহো মহানিতীব বাদিনম্।
তুষারভারশীতলং প্রভাকরাগ্নিভাস্বরে,
সুধাংশুমর্দ্ধবিগ্রহং মহেশমূর্ত্তিং মন্মহে ॥

ইহ খলু তত্রভবান্ কালিদাসঃ শিশূনামুপদেশার্থং প্রৌঢ়বুদ্ধিবেদনীয়ং গণপ্রস্তারাদিকং পরিহৃত্য কেবলগুরুলঘ্বাদিসংজ্ঞয়ৈব ছন্দোলক্ষণং চিকীর্ষন্ তত্রাপি যাবতাং লক্ষণানাং সুদুষ্করাধিগমতয়া, অনাতিপ্রচলিততয়া চ কাব্যাদিগ্রন্থেষু, আর্য্যাদিভেদানাং কেষাঞ্চিচ্চ মৃগ্যোদাহরণতয়া তৎ সর্ব্বং পরিহায় প্রচুরপ্রচারাণি কতিপয়ান্যেব চ্ছন্দাংসি নিবধ্নন্ প্রতিজানীতে—ছন্দসামিতি। শ্রুতমাত্রেণেতি—শ্রুতং শ্রবণং নপুংসকে ভাবে ক্তঃ; শ্রুতমেব শ্রুতমাত্রং তেন শ্রুতমাত্রেণেতি হেতৌ তৃতীয়া, কেবলশ্রবণেন যেন গ্রন্থেন করণেন ছন্দসাম্ আর্য্যাপ্রভৃতীনাং লক্ষণং পরিচায়কম্ অসাধারণধর্ম্মং—বুধ্যতে জানাতি তং তথাভূতম্ অনেন শিষ্যপ্রবৃত্ত্যুপযোগি প্রয়োজনং ব্যাখ্যাতম্। অবিস্তরং লঘুকলেবরং, লঘু-

---

যাহা শুনিবামাত্রেই ছন্দের লক্ষণ জানিতে পারা যায়, তেমন সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 'শ্রুত-বোধ' আমি বলিব। ১।

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥ ২
একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥ ৩

কলেবরত্বঞ্চাস্য লক্ষ্যালক্ষণয়োরেকত্র সমাবেশাদিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুতবোধং তন্নামকং গ্রন্থম্ অহং কালিদাসঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সম্যক্ প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। সম্যক্প্রকর্ষশ্চাস্য সংক্ষেপেণ অনায়াসগম্যত্বেন চ বোধ্যঃ। শ্রুতবোধসংজ্ঞাবীজন্তু পৃথগায়াসমন্তরেণ লক্ষ্যলক্ষণয়োরেকত্রোপলব্ধেঃ শ্রুতাদেব বোধো যস্মাদিতি ॥ ১ ॥

ইদানীং ছন্দসাং জীবনভূতং গুরুলঘ্বাদি সংজ্ঞাজ্ঞানং সংক্ষিপ্য উপদিশতি;—সংযুক্তাদ্যমিতি। সংযুক্তাদ্যং সংযুক্তবর্ণস্য পূর্ব্বম্, অক্ষরম্ ইতি সর্ব্বত্র বোধ্যং, গুরু, বিজ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্। তথা দীর্ঘং দীর্ঘস্বররূপং ব্যঞ্জনবিশিষ্টতৎস্বরূপঞ্চ অক্ষরম্। সানুস্বারং বিন্দুমাত্রবর্ণবিশিষ্টং, বিসর্গসংমিশ্রং বিন্দুদ্বয়াকৃতিবর্ণবিশিষ্টং গুরু বিজ্ঞেয়ম্; পাদান্তস্থং পাদস্য শ্লোকচতুর্ভাগৈকভাগরূপস্য চরণস্য অন্তস্থং অন্ত্যভূতম্ অক্ষরং বিকল্পেন বিভাষয়া গুরু বিজ্ঞেয়ম্, কদাচিৎ লঘ্বপি ভবতীত্যর্থঃ।

ইহ কেচিৎ 'বিকল্পেন চে'তি চকারমেকমধিকুর্ব্বন্তশ্ছন্দোরক্ষায়ৈ যত্নপরাঃ পরিদৃশ্যন্তে, তদন্যে ন মন্যন্তে। তে হ্যেবং ব্রুবতে যদার্য্যাচ্ছন্দসা গ্রথিতমিদং পদ্যং, তস্যাশ্চ চতুর্থচরণে পঞ্চদশভির্মাত্রাভির্ভাব্যমিতি অত্রতোনৈব 'পাদান্তস্থং বিকল্পেনে-ত্যনুশাসনেন 'ন'কারস্য পাক্ষিকগুরুতয়া দ্বিমাত্রিকত্বোপপত্তৌ অব্যাহতমার্য্যালক্ষণমিত্যনর্থকশ্চকারো হেয় ইতি ॥ ২॥

আর্য্যাদিমাত্রাবৃত্তৌ অক্ষরাণামনুপযোগাৎ মাত্রয়া চ তানি লক্ষয়তি—একেতি। হ্রস্বঃ লঘুঃ স্বরঃ। একমাত্রঃ একা মাত্রা বর্ণোচ্চারণকালো যস্য তথাবিধঃ যাবতা কালেন

(এই ছন্দঃশাস্ত্রে) যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব, অনুস্বার-যুক্ত এবং বিসর্গ-যুক্ত অক্ষরকে গুরু জানিতে হইবে, আর চরণের শেষস্থ অক্ষরকে (স্বরবর্ণকে) বিকল্পে গুরু গণ্য করিতে হইবে। ২।

মাত্রার লক্ষণ,—লঘুস্বর একমাত্রা, গুরু-স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা

রসজ্ঞা-বিরতি-স্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদি-সংজ্ঞাভিরুপদিশ্যতে ॥ ৪

যস্যাঃ পাদে প্রথমে,
দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।

হ্রস্বস্বরোচ্চারণং ভবতি তাবান্ সময়ঃ একমাত্রা। গুরুঃ দীর্ঘস্বরঃ দ্বিমাত্রঃ দ্বে মাত্রে যত্র স তাদৃশঃ। প্লুতঃ দূরাহ্বানরোদনাদৌ প্রযুজ্যমান-শব্দানামন্ত্যস্বরঃ ত্রিমাত্রঃ তিস্রঃ মাত্রা যত্র তথাবিধঃ। ব্যঞ্জনং হল্‌বর্ণঃ অর্দ্ধমাত্রকম্ অর্দ্ধং মাত্রা যত্র তথাবিধং জ্ঞেয়মিতি বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়ঃ। এষু চ ত্রিমাত্রার্দ্ধ-মাত্রয়োর্ন লৌকিকে ছন্দসি প্রয়োজনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

যতিমাহ—রসজ্ঞেতি। রসজ্ঞায়া জিহ্বায়া বিরতিস্থানম্ অন্যানুরোধমন্তরেণ স্বচ্ছন্দং বিশ্রামস্থানং কবিভিঃ যতিঃ উচ্যতে কথ্যতে। সা যতিঃ বিচ্ছেদবিরামাদিসংজ্ঞাভিঃ বিচ্ছেদঃ বিরামঃ ইত্যাদিনামভিঃ উপদিশ্যতে নির্দ্দিশ্যতে কবিভিরিতি শেষঃ। আদিপদেন বিশ্রামবিরত্যাদীনাং সংগ্রহঃ। শ্লোকাদিকং পঠন্ যত্র স্বত এব জিহ্বা বিরমতি সা যতিঃ তস্যাশ্চ বিচ্ছেদবিরামাদয়ঃ পর্য্যায়শব্দা ইতি নিষ্কর্ষঃ। যদ্যপি যম্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভাবক্তান্তোঽয়ং যতিশব্দো বিরামক্রিয়ামাত্রবাচী তথাপি তদুপলক্ষিতস্থানমপি বক্তি উপচারাৎ, অভিধানাদ্বা অধিকরণে ক্তিরিতি নিপুণাঃ ॥ ৪ ॥

অথেদানীং গুরুলঘ্বাদিরূপাণি দুর্গদ্বারাণ্যুদ্ঘাট্য ছন্দোদুর্গং বিজেষ্যমাণঃ সূচীকটাহন্যায়েন লঘুতরকল্লোলেতাং দুর্গস্য লঘ্বংশবিশেষরূপাং জাতিমাদ্যত্বীকৃত্য আর্য্যামুপক্ষিপতি—যস্যা

আর ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপ জ্ঞাতব্য। (আর্য্যাপ্রভৃতি ছন্দ মাত্রা দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়)। ৩।

ছন্দের জ্ঞানে যতি জানা আবশ্যক, এইজন্য গ্রন্থকার যতির লক্ষণ বলিতেছেন, রসজ্ঞার জিহ্বার বিরাম-স্থানকে কবিরা যতি বলেন এবং তাহাকে বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি নানাবিধ নামে উল্লিখিত করা হয়। ৪।

যাহার ১ম পাদে ১২ বারটী মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮ আঠারটী মাত্রা,

অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে,
চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা॥ ৫
আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধসমং
দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে।
ছন্দোবিদস্তদানীং
গীতিং তামমৃতবাণি! ভাষন্তে॥ ৬

ইতি। অত্র বিধেয়স্য আর্য্যায়াঃ লিঙ্গভাগিত্বাদ্ যস্যা ইতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ। যস্যা আর্য্যায়াঃ প্রথমে পাদে আদ্যে চরণে দ্বাদশ-মাত্রাঃ বর্ণোচ্চারণকালবিশেষাঃ বর্ত্তন্তে ইত্যধ্যাহার্য্যং, তৃতীয়েঽপি তথা দ্বাদশ মাত্রাঃ, এবং দ্বিতীয়ে চরণে অষ্টাদশ মাত্রাঃ চতুর্থকে চতুর্ণাং পূরণে পাদে পঞ্চদশ মাত্রাঃ সা আর্য্যা তন্নামকজাতিবিশেষঃ জ্ঞেয়া।

পদ্যং হি জাতিবৃত্তবিভেদেন দ্বিবিধং; তত্র জাতির্মাত্রাঘটিতা বৃত্তমক্ষরঘটিতং, তথাচ গঙ্গাদাসঃ,—"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবে"দিতি। অত্র তু কেবলং তিস্র এব জাতয়ো নির্দ্দিষ্টা অবশিষ্টং বৃত্তমিতি জ্ঞাতব্যম্। অত্র হি তত্রভবান্ কালিদাসঃ গ্রন্থান্তরমন্তরেণৈব লক্ষ্যলক্ষণয়োরধিগমার্থং তেন তেনৈব ছন্দসা তৎ তল্লক্ষণমভিলিলেখ ইতি উদাহরণস্থানে সর্ব্বত্রৈব লক্ষণশ্লোকমবগচ্ছন্তু শ্রীমন্তো-ঽবোতার ইতি নাম্নাভিঃ প্রতিশ্লোকমস্যোল্লেখঃ করিষ্যতে। ইহাগ্রে চ যদিমাস্তাশ্চ দ্বাদশাদয়ো মাত্রা নির্দ্দিষ্টা নির্দ্দেক্ষ্যন্তে চ তাশ্চ ষড়্ভির্দ্দীর্ঘস্বরৈর্ব্বা দ্বাদশভির্হ্রস্বস্বরৈর্ব্বা চতুর্ভিঃ প্লুতস্বরৈর্ব্বা প্রযোজ্যমিত্যভীতস্মরণমাত্রম্॥ ৫॥

গীতিমাহ—আর্য্যেতি। তদানীমিতি তচ্ছন্দস্য সাকাঙ্ক্ষতয়া অত্র যদেতি অধ্যাহার্য্যং, হে হংসগতে হংসানাং গতিরিব ধীরা গতির্যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, হে মরালধীরগামিনি, হে

তৃতীয়পাদে ১২ বারটী ও চতুর্থপাদে ১৫ পোনেরটী মাত্রা, তাহার নাম আর্য্যা। আর্য্যার লক্ষণটী আর্য্যাছন্দেই লিখিত। (এইরূপ শ্রুত-বোধোক্ত সকল ছন্দের লক্ষণগুলিই সেই সেই ছন্দে লিখিত)। ৫।

হে হংসগামিনি! হে অমৃতভাষিণি! আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধের সমান যাহার

আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্যং,
প্রথমার্দ্ধমপি প্রযুক্তঞ্চেৎ।
কামিনি! তামুপগীতিং
প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ ॥ ৭

অমৃতবাণি! অমৃতমিব প্রাণদী মধুরা চ বাণী যস্যাঃ হে মধুরভাষিণি! হি নিশ্চিতং যস্যা অপরার্দ্ধমপি শেষার্দ্ধমপি, অপিঃ সমুচ্চয়ে। আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধতুল্যং পূর্ব্বোক্তলক্ষণায়া আর্য্যায়াঃ পূর্ব্বার্দ্ধসদৃশং, ভবতি ইতি অধ্যাহর্ত্তব্যম্। ছন্দোবিদঃ ছন্দঃশাস্ত্রাভিজ্ঞাঃ তদানীং তদা তাং জাতিং গীতিং গীতিনামিকাং ভাষন্তে কথয়ন্তি। যস্যাঃ প্রথমতৃতীয়চরণয়োঃ প্রত্যেকং দ্বাদশ মাত্রাঃ দ্বিতীয়চতুর্থয়োশ্চ প্রত্যেকমষ্টাদশ মাত্রাঃ সা গীতিরিতি নিষ্কৃষ্টোঽর্থঃ। অত্র চ লক্ষণস্যৈব লক্ষ্যত্বরক্ষার্থম্ বক্ষ্যমাণরীত্যা পাদবিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ— আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধসমমিত্যেকঃ পাদঃ, যস্যা অপরার্দ্ধমপি হি হংসগতে ইতি দ্বিতীয়ঃ, ছন্দোবিদস্তদানীমিতি তৃতীয়ঃ, গীতিং তামমৃতবাণি ভাষন্তে ইতি চতুর্থঃ। আর্য্যায়াশ্চতুর্থচরণমপি যদা অষ্টাদশমাত্রিকং ভবেৎ তদা সা গীতিরিতি তদবগমনে সুকরোপায়ঃ ॥ ৬ ॥

উপগীতিমাহ—আর্য্যোত্তরেতি। হে কামিনি! অতিশয়িতঃ কামো বিদ্যতে অস্যাঃ তৎসম্বোধনে। হে প্রচুরমদনে! চেৎ যদি আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্যম্ আর্য্যায়াঃ তৃতীয়চতুর্থচরণরূপপরার্দ্ধসমং, প্রথমার্দ্ধমপি প্রথমদ্বিতীয়চরণাবপি প্রযুক্তং বিহিতং স্যাদিত্যন্বয়ঃ। তদেত্যধ্যাহার্য্যং, মহাকবয়ঃ মহান্তশ্চাসৌ কবয়শ্চ কবিমুখ্যাঃ তাং তাদৃশীম্ আর্য্যাম্

শেষার্দ্ধও হয়, তাহাকে ছন্দোজ্ঞগণ গীতি বলেন। অর্থাৎ যাহার ১ম চরণে ১২টী, ২য় চরণে ১৮টী, ৩য় চরণে ১২টী ও চতুর্থ চরণে ১৮টী মাত্রা, তাহাকে গীতি বলে। ৬।

অয়ি কান্তে! যদি প্রথমার্দ্ধও আর্য্যার শেষার্দ্ধের সমান হয়, তাহা হইলে মহাকবিগণ তাহাকে উপগীতি বলেন। অর্থাৎ যদি ১ম পাদে ১২টী, ২য় পাদে ১৫টী, ৩য় পাদে ১২টী ও ৪র্থ পাদে ১৫টী মাত্রা হয়, তবে তাহাকে উপগীতি বলেন। ৭।

আদ্যচতুর্থং পঞ্চমকঞ্চেৎ।
যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপঙ্‌ক্তিঃ॥ ৮

উপগীতিং তদাখ্যাং প্রতিভাষন্তে কথয়ন্তি। যস্যাঃ প্রথমতৃতীয়চরণয়োঃ প্রত্যেকং দ্বাদশমাত্রাঃ, দ্বিতীয়চতুর্থয়োশ্চ প্রত্যেকং পঞ্চদশ মাত্রাঃ সা উপগীতিঃ; ইত্যন্তা জাতিঃ॥ ৭॥

এবং আর্য্যাগীত্যুপগীতিরূপকক্ষত্রয়যুতাং জাতিং নাম দুর্গাংশবিশেষসনায়াসসাধ্যত্বেন আদৌ বিজিত্য প্রধানাংশং বৃত্তিং বহুতরকক্ষান্বিতাং তিতীর্ষুঃ ক্ষুদ্রকক্ষামক্ষরপংক্তিমুপধারয়তি —আদীতি। যত্র বৃত্তে আদি আদ্যং চতুর্থং পঞ্চমকং পঞ্চমম্ অক্ষরমিত্যাহং, অত এব গুর্বিতি উদ্দেশ্যলিঙ্গভাগিতয়া ক্লীবলিঙ্গনির্দ্দেশো নিরবদ্য ইতি। চেৎ যদি গুরু দীর্ঘং স্যাৎ ভবেৎ তদা সা বিধেয়লিঙ্গাশ্রয়ণাৎ স্ত্রীত্বম্, অথবা যত্রেতি বৃত্তিপরামর্শকং, তেন সা বৃত্তিরিতি ন দোষঃ তথাবিধলক্ষণোপেতা অক্ষরপংক্তিঃ অক্ষরপংক্তির্নাম ছন্দঃ জ্ঞেয়েতি শেষঃ। যত্র আদ্যচতুর্থপঞ্চমাক্ষরাণি গুরূণি দ্বিতীয়তৃতীয়ে চ লঘুনী সা পঞ্চাক্ষরা বৃত্তিঃ অক্ষর-পংক্তিরিতিনিষ্কর্ষঃ। ইয়মেকৈব পঞ্চাক্ষরা বৃত্তিঃ।

ছন্দোমঞ্জর্য্যাদৌ নিরূপপদং পংক্তিরিতি নাম উপলভ্যতে। তদাদিপ্রমাণস্বরসাচ্চাত্রা-ক্ষরমিতি পদং অস্য শ্লোকস্য লক্ষ্যত্বদশায়াং ছান্দসমিত্যবগন্তব্যম্। ইদঞ্চ কেচিৎ নাঙ্গী-কুর্বন্তি, তেষাময়মাশয়ঃ—কবিকুলচূড়ামণিঃ কালিদাসঃ প্রথমত এব ছন্দোরক্ষায়ৈ স্বপ্রিয়াসম্বোধনরূপমুপায়মেকমবালম্বত, সতি চ তাদৃশাবলম্বনে সুতরিত্যাদিবদত্র সখীত্যাদিসম্বোধকপদেনৈবোপপত্তৌ তথাবিধস্য নিপুণকবেশ্ছন্দোরক্ষার্থং নামসংশায়ক-পদোপন্যাসো ন যুক্তঃ যুক্তো ন ছন্দোরক্ষার্থমিদম্ অপিতু সম্প্রদায়ভেদেন নামভেদ এব ইতি॥ ৮॥

আদ্য চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর যে বৃত্তিতে গুরু হইবে সেই বৃত্তি অক্ষর-পঙ্‌ক্তি হইবে। অর্থাৎ যে বৃত্তিতে প্রতিপাদে ১ম ৪র্থ ও ৫ম অক্ষর দীর্ঘ হয়, আর ২য় ও ৩য় বর্ণ লঘু হয়, তাহাকে অক্ষর-পঙ্‌ক্তি ছন্দ কহে। এই ছন্দের প্রতিচরণে পঞ্চাক্ষর হইবে। ৮।

অগুরু চতুষ্কং, ভবতি গুরূ দ্বৌ।
ঘনকুচযুগ্মে! শশিবদনাসৌ ॥ ৯
তুর্য্যং পঞ্চমকঞ্চেদ্ যত্র স্যাল্লঘু বালে!
বিদ্বদ্ভির্মৃগনেত্রে! প্রোক্তা সা মদলেখা ॥ ১০

ষড়ক্ষরাং বৃত্তিমাহ—অগুর্ব্বিতি। হে ঘনকুচযুগ্মে! ঘনং নিবিড়ং গাঢ়সংশ্লিষ্টমিতি যাবৎ কুচযুগ্মং স্তনদ্বয়ং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে নিবিড়স্তনি! তাদৃশস্তনবত্ত্বকথনঞ্চাস্যাম্ আলিঙ্গনাদৌ বক্ষসি যুগপদেবোভয়োঃ স্পর্শোপলম্ভেন সুখবিশেষাধায়কত্বাদিতি প্রসঙ্গাদায়াতম্। যত্রেতি গম্যতে পরত্রীয়তচ্ছব্দানুরোধাৎ। যত্র বৃত্তৌ চতুষ্কম্ অক্ষরচতুষ্টয়ম্ অর্থাদাদ্যমিতি গম্যতে, প্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে মানাভাবাচ্চ। অগুরু লঘু ভবতি, দ্বৌ অন্ত্যৌ ইতি গম্যতে অর্থাৎ, গুরূ দীর্ঘবর্ণৌ ভবতঃ অসৌ ষড়ক্ষরা বৃত্তিঃ শশিবদনা নাম জ্ঞেয়া। যত্র ছন্দসি প্রথমদ্বিতীয়-তৃতীয়চতুর্থাক্ষরাণি লঘূনি পঞ্চমষষ্ঠে চ গুরুণী সা শশিবদনা ভবতীতি পরিস্ফুটোঽর্থঃ। অত্র গুরূ দ্বাবিত্যুক্তিরপি ছন্দোভঙ্গভিয়েতি প্রতিভাতি, অন্যথা অগুরু চতুষ্কমিত্যেতাবন্মাত্রোক্তাবেব পারিশেষ্যাৎ গুরূ দ্বাবিতি গম্যতে। ন চ অক্ষরনিয়মনার্থং তদুক্তিরিতি বাচ্যং মদলেখাদৌ তন্নিয়মনাভাবে প্রসিদ্ধ্যাদিতোঽপি তদবগতেরিত্যলং বিস্তরেণ। ইয়মপ্যেকৈব ষড়ক্ষরা ॥ ৯ ॥

সপ্তাক্ষরাং বৃত্তিমাহ—তুর্য্যমিতি। হে বালে ষোড়শি! অচিরোদ্ভিন্নযৌবনে ইতি যাবৎ! হে মৃগনেত্রে! মৃগস্য হরিণস্য নেত্রে ইব আয়তচঞ্চলে নেত্রে যস্যাঃ তস্যাঃ সম্বোধনং, হে কুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে! যত্র তুর্য্যং চতুর্থং পঞ্চমকঞ্চ অক্ষরং লঘু হ্রস্বং স্যাৎ সা বিদ্বদ্ভিঃ

হে ঘনস্তনধুগলে! যে বৃত্তিতে (ছন্দে) প্রথম চারিটী অক্ষর হ্রস্ব হয় ও শেষে দুইটী বর্ণ দীর্ঘ হয়, ঐ বৃত্তি শশিবদনা। ৯।

হে মুগ্ধে! হে মৃগাক্ষি! যাহার চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর লঘু হয়, কবিগণ তাহাকে মদলেখা বলেন। (ইহার প্রতিপাদে সপ্তাক্ষর প্রয়োজনীয়, অবশিষ্ট অক্ষর গুরু হইবে। এইরূপ অক্ষর সংখ্যার অভাব স্থলে তৎতৎ ছন্দে লিখিত সেই সেই লক্ষণ দেখিয়া অক্ষর সংখ্যা ঠিক করিবে)।

পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদেতৎ পদ্যস্য লক্ষণম্॥ ১১

ছন্দোজ্ঞৈঃ মদলেখা প্রোক্তা কথিতা। যস্মিন্ ছন্দসি চতুর্থপঞ্চমাক্ষরে লঘুনী প্রথম-দ্বিতীয়তৃতীয়ষষ্ঠসপ্তমাক্ষরাণি চ গুরূণি ভবন্তি তথাবিধা সপ্তাক্ষরা বৃত্তিঃ মদলেখা নাম জ্ঞেয়া। ইহ কিয়দ্ভিরক্ষরৈশ্ছন্দো নিয়ম্যমিতি কবিনা নোল্লেখঃ কৃতঃ এবংবিধস্থলেষু প্রৌঢ়বুদ্ধিভির্গ্রন্থান্তরেভ্যঃ প্রসিদ্ধ্যাদিভ্যশ্চ ছন্দোঽক্ষরসংখ্যা বিজ্ঞেয়াঃ। বালকৈশ্চ অপরিণতবুদ্ধিভিগু'রূপদেশাদিভ্যস্তথা এতল্লক্ষণশ্লোকস্যৈব লক্ষ্যত্বাত্তদক্ষরগণনয়া চ সংখ্যা অবগন্তব্যা ইতি; ইয়মপি সপ্তাক্ষরা বৃত্তিরসহায়া॥ ১০॥

ইদানীম্ অষ্টাক্ষরবৃত্তৌ আদিকবিমুখনিঃসৃতত্বাৎ সংস্কৃতশাস্ত্রেষু প্রচারবাহুল্যাচ্চ ছন্দো-মুখ্যং পদ্যং নির্দ্দিশতি—পঞ্চমমিতি। সর্ব্বত্র চতুর্ষে'ব পাদেষু পঞ্চমং পঞ্চমাক্ষরং লঘু, দ্বিচতুর্থয়োঃ দ্বিতীয়চতুর্থয়োশ্চরণয়োঃ সপ্তমম্ উপান্ত্যম্ অক্ষরঞ্চ লঘু, মাত্র সর্ব্বত্রেত্যস্য সম্বন্ধঃ বিশেষোল্লেখাৎ। ষষ্ঠমিতি। ইহ পুনঃ সর্ব্বত্রেতি সম্বধ্যতে, সর্ব্বত্র ষষ্ঠম্ অক্ষরং গুরু বিজানীয়াৎ এতৎ পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্রেত্যাদি পদ্যস্য পদ্যনামকবৃত্তবিশেষস্য লক্ষণং চিহ্নং ভবতীতি শেষঃ।

যদ্যপি 'পদ্যং চতুষ্পদী"ত্যাদিচ্ছন্দোনিবন্ধ-সময়স্মরণাৎ জাতিবৃত্তো্ভয়সাধারণং বস্তুজাতমেব পদ্যং, তথাপি মুখ্যত্বাদস্যৈব পদ্যনাম্না ব্যবহারঃ। মুখ্যত্বঞ্চাস্য আদিভূতত্বাৎ বহুতরপ্রচারত্বাৎ অনায়াসপ্রযুক্তত্বাচ্চ বোধ্যম্। ইদঞ্চ শ্লোকনাম্না, অনুষ্টুপ্সু চ মুখ্যত্বাৎ অনুষ্টুব্নাম্না চ ব্যবহ্রিয়তে, তথাচ "বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু। সমস্যন্তে সমাসো হি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ" ইতি কলাপসূত্রমধিকৃত্য তদ্ব্যাখ্যানাবসরে পঞ্জ্যাং ত্রিলোচনঃ—"অনুষ্টুভৈব সূত্রার্থঃ স্পষ্টমাখ্যাত ইতি ন বিবৃত' ইতি।

অত্র বহবো মতভেদা দৃশ্যন্তে, ক'চিৎ এতৎশ্লোকাৎ পূর্ব্বং "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্। দ্বি-চতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়ো"রিতি

চার চরণেই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সপ্তম অক্ষর লঘু হয় ইহাই পদ্যের লক্ষণ। [ইহাকে কেহ শ্লোক বলেন, অনুষ্টুপের মধ্যে প্রধান বলিয়া ইহা লোকে অনুষ্টুভ্ বলিয়াও প্রসিদ্ধ]। ১১।

আদিগতং তুর্য্যগতং

পঞ্চমকঞ্চান্ত্যগতম্ ।

স্যাদ্ গুরু চেত্তৎ কথিতং

মাণবকক্রীড়মিদম্ ॥ ১২

দ্বি-তুর্য্য-ষষ্ঠমষ্টমং

গুরু প্রযোজিতং যদা ।

পদ্যলক্ষণবিলক্ষণং শ্লোকনামকচ্ছন্দোঽন্তরলক্ষণং দৃশ্যতে, অক্ষরসংস্থানকৃতং বৈলক্ষণ্যমন্তরেণ অর্থগতঃ কোঽপি ভেদো নোপলভ্যত ইতি কথমেতাবান্ প্রয়াস ইতি ন জানীমহে। কচিচ্চ 'পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। গুরু ষষ্ঠঞ্চ পদানাং শেষেষ্বনিয়মো মতঃ॥ প্রয়োগে প্রায়িকং প্রাহুঃ কেঽপ্যেতদ্বক্ত্রলক্ষণম্ লোকেঽনুষ্টুবিতি খ্যাতং তস্যাষ্টাক্ষরতা মতে"তি ছন্দোমঞ্জর্য্যাঃ অর্দ্ধসমবিষমবৃত্তপ্রকরণীয়পদ্যদ্বয়ং দৃশ্যতে। অত্র চ সুধিয়ঃ প্রমাণমিতি দিক্ ॥ ১১ ॥

মানবকক্রীড়মাহ—আদিগতমিতি। আদিম্ আদ্যস্থানং গতং প্রাপ্তং প্রথমস্থানস্থিতং, তুর্য্যগতং তুর্য্যং চতুর্থস্থানং গতং চতুর্থস্থানস্থিতং, পঞ্চমকং পঞ্চমম্ অক্ষরমিত্যর্থঃ চেদ্ যদি গুরুকং দীর্ঘং স্যাৎ তদা ইদং ছন্দঃ মানবকক্রীড়ং কথিতং কবিভিরিতি শেষঃ। যত্র চতুর্থপঞ্চমাষ্টমাক্ষরাণি গুরূণি অবশিষ্টানি লঘূনি তন্মানবকক্রীড়মিতি সমাহৃতোঽর্থঃ। বালকোপলালকস্তোকবাক্যোচ্চারণভঙ্গীবাস্যোচ্চারণভঙ্গীতি তাদৃশনামনিরুক্তিঃ॥ ১২ ॥

নগস্বরূপিণীং লক্ষয়তি—দ্বিতুর্য্যষষ্ঠমিত্যাদি। যদা যচ্ছন্দঃকথনাবসরে দ্বিতুর্য্যষষ্ঠং, "সংখ্যাবাচকানাং বৃত্তিবিষয়ে পূরণার্থত্ব" মিতি দ্বিতীয়চতুর্থষষ্ঠম্। সমাহারদ্বন্দ্বে ক্লীবৈক-

---

প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ও অষ্টম অক্ষর যদি গুরু হয়, তবে তাহা মাণবকক্রীড় নামক, ছন্দ হয়। ১২।

যখন ২য় ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম অক্ষর গুরু প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে কবিগণ নগস্বরূপিণী, বলেন (ইহা অষ্টাক্ষরাবৃত্তি)। ১৩।

তদা নিবেদয়ন্তি তাং
বুধা নগস্বরূপিণীম্ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং,
বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্ব্বেদৈঃ।
বিদ্বদ্‌বৃন্দৈর্বীণাপাণে!
ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা ॥ ১৪

বস্তাবঃ। তথা অষ্টমম্ অক্ষরঞ্চ গুরু দীর্ঘং প্রয়োজিতং প্রযুক্তং ব্যবহৃতমিতি যাবৎ স্বার্থে নিজন্তাৎ ক্তপ্রত্যয়ঃ, অথবা বুদ্ধ্যোক্তাদিপ্রয়োজক-কর্ত্তৃপদং কথঞ্চিদুপাদায় হেতুকর্ত্তর্য্যেব ণিচ্। তদা বুধাঃ পণ্ডিতাঃ সুধিয় ইতি যাবৎ তাং তাদৃশীং বৃত্তিং নগস্বরূপিণীং নিবেদয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি শিষ্যানবগময়ন্তীতি ফলিতার্থঃ। যত্র বৃত্তৌ সমাক্ষরাণি দীর্ঘাণি অসমাক্ষরাণি চ লঘূনি ভবন্তি সা নগস্বরূপিণীতি পরিস্ফুটোঽর্থঃ। অস্যাশ্চ ছন্দোমঞ্জর্য্যাদৌ প্রমাণিকেতি নাম উপলভ্যতে। কথমেকপদ এব প্রমাণিকা নগস্বরূপিণী জাতেতি রহস্যমিদং কালিদাসস্য দুরুদ্‌ঘাটমিব প্রতিভাতি ॥ ১৩ ॥

বিদ্যুন্মালাং লক্ষয়তি—সর্ব্ব ইতি। হে বীণাপাণে! বীণা তন্ত্রী পাণৌ হস্তে যস্যাঃ তৎসম্বুদ্ধৌ, হে বীণাধারিণি! এতেন এবংবিধকলাকৌশলবত্যাস্তব চ্ছন্দোবিজ্ঞানমপ্যাবশ্যক-মিতি শ্রোত্র্যাঃ আভিমুখ্যমপি প্রসঙ্গাৎ সম্পাদিতং জ্ঞাতব্যম্। যস্যাং বৃত্তৌ সর্ব্বে বর্ণাঃ অষ্টৌ অক্ষরাণ্যেব দীর্ঘা গুরবঃ, এবঞ্চ বেদৈর্ব্বেদৈঃ চতুর্ভিশ্চতুর্ভিরক্ষরৈঃ। বেদস্য চতুষ্টয়াত্মকত্বাৎ বেদশব্দেন চত্বারঃ সংখ্যেয়া উচ্যন্তে উপচারাৎ। বিশ্রামঃ যতিঃ স্যাৎ ভবেৎ। বিশ্রামবিরামাদিসংজ্ঞাভিরুপদিশ্যত ইতি স্মরণাদিতি ভাবঃ। সা বৃত্তিঃ বিদ্বদ্বৃন্দৈঃ পণ্ডিত-সমাজৈঃ বিদ্যুন্মালা ব্যাখ্যাতা প্রথিতা। যস্মিন্ ছন্দসি চতুরো বর্ণানুচ্চার্য্য হস্ততাল-পরিমিতং কালং বিশ্রম্য পুনশ্চতুরো বর্ণানুচ্চার্য্য তথা বিশ্রামো ভবেৎ তৎ চ বিদ্যুন্মালা নামাষ্টাক্ষরপাদং বৃত্তমিতি শেষঃ। অত্র বীণাবাণীতি সম্বোধনং ক্বচিৎ, তদর্থশ্চ

হে বীণাপাণে! যাহার সমস্ত বর্ণ দীর্ঘ হয় এবং প্রতি চতুর্থাক্ষরে যতি হয়, কবিগণ তাহাকে বিদ্যুন্মালা বলিয়া থাকেন। ১৪।

তন্বি! গুরু স্যাদাদ্যচতুর্থং
পঞ্চম-ষষ্ঠঞ্চান্ত্যমুপান্ত্যম্।
ইন্দ্রিয়-বাণৈর্যত্র বিরামঃ
সা কথনীয়া চম্পকমালা॥ ১৫

চম্পকমালা যত্র ভবে-
দন্ত্য-বিহীনা প্রেমনিধে!।

বীণাধ্বনিরিব মধুরা বাণী যস্যাঃ তৎসম্বোধনং, বীণাপদেন তদ্ধ্বনিরূপচারাদ্ গ্রাহ্যঃ এতদনুষ্টুমষ্টাক্ষরবৃত্তম্॥ ১৪॥

দশাক্ষরপাদাসু চম্পকমালামাহ—তন্বীতি। কৃশার্থবাচকস্য তনুশব্দস্য স্ত্রিয়াম্ীপ্রত্যয়ে তন্বীতি পদং, তৎসম্বুদ্ধৌ হে তন্বি! কৃশাঙ্গি! যত্র আদ্যচতুর্থম্ আদ্যঞ্চ চতুর্থঞ্চেতি সমাহারঃ তথা অন্ত্যং শেষম্ অর্থাৎ দশমম্ উপান্ত্যম্ অন্ত্যস্য শেষস্য অর্থাৎ দশমস্য উপ সমীপে তদব্যবহিতপূর্ব্বে ভবম্ উপান্ত্যং নবমমিত্যর্থঃ গুরু স্যাৎ, এবঞ্চ ইন্দ্রিয়বাণৈঃ ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বাণাশ্চ পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ পঞ্চভিরক্ষরৈর্বিরামঃ বিশ্রামঃ যতিরিতি যাবৎ, স্যাদিত্যনুকৃষ্যতে। সা চম্পকমালা কথনীয়া বাচ্যা বিবক্তিরিতি শেষঃ। যত্র আদ্য-চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠনবমদশমাক্ষরাণি গুরূণি পারিশেষ্যাৎ প্রথমতৃতীয়সপ্তমাষ্টমাক্ষরাণি চ লঘূনি ভবন্তি, পঞ্চভিঃ পঞ্চভিরক্ষরৈশ্চ পাঠবিচ্ছেদঃ সা চম্পকমালা নাম দশাক্ষরা বৃত্তিঃ। যতিশ্চ 'তন্বি গুরু স্যা'দিত্যেকা 'দাদ্যচতুর্থম্' ইতি দ্বিতীয়েত্যেবং ক্রমেণ জ্ঞাতব্যেতি দিক॥ ১৫॥

চম্পকমালামাশ্রিত্যে নবাক্ষরপাদং মণিমধ্যং মণিবন্ধং বা উপক্ষিপতি—চম্পকমালেতি। হে প্রেমনিধে! নিধীয়তে নিবেশ্যতে যস্মিন্ স নিধিঃ নিবেশস্থানম্ আশ্রয় ইতি যাবৎ

হে তনুগাত্রি! যাহাতে প্রতি চরণে আদ্য, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অন্ত্য ও উপান্ত্য অর্থাৎ নবম বর্ণ গুরু হয়, এবং প্রতি পঞ্চাক্ষরে যতি হয় তাহাকে চম্পকমালা বলে। ১৫।

হে প্রেমনিধে! যে ছন্দে চম্পকমালা শেষাক্ষর বিহীন হয়, যাহার

ছন্দসি দক্ষা যে কবয়-
স্তম্মণিমধ্যং তে ব্রুবতে ॥ ১৬

মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিরহিতা
সালঙ্কারে! যদি ভবতি সা।
তদ্‌বিদ্বদ্ভির্ধ্রুবমভিহিতা,
জ্ঞেয়া হংসী কমলবদনে ॥ ১৭

প্রেম্নঃ প্রণয়স্য নিধিঃ আকরঃ তৎসম্বোধনং, হে প্রণয়িনি। ত্বং মমৈবং হৃদঙ্গমা যৎ ভবশ্রদ্ধানুরোধাৎ সংক্ষেপেণ অনায়াসেন চ ত্বাং বোধয়িতুং নবাক্ষরবৃত্তেরস্যাঃ প্রাক্ দশাক্ষরা বৃত্তিশ্চম্পকমালাভিহিতা; তেন চাস্যাশ্চম্পকমালাঘটিতত্বেন তৎপশ্চাদভিধানে তব বোধসৌকর্য্যং ভবেদিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ং বর্ণয়ন্তি কাব্যরসিকাঃ। যত্র ছন্দসি চম্পকমালা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা অন্ত্যবিহীনা অন্ত্যেন শেষাক্ষরেণ। 'গুরু স্যাৎ' 'অন্ত্যম্' ইত্যুক্তের্দ্দশমেন গুর্ব্বক্ষরেণ বিহীনা শূন্যা ভবেৎ, ছন্দসি দক্ষাঃ ছন্দোবিদঃ যে কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ তে তৎ ছন্দঃ মণিমধ্যং মণিবন্ধং বা ব্রুবতে ব্রুবন্তি। একশ্লোকান্তরিতমেব দশাক্ষরপাদচম্পকমালা-লক্ষণমিতি তস্য পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয়ো ন তথা উদ্বেজকো ভবেদিতি মন্যমান এব কবিঃ সংক্ষেপলোভাৎ নবাক্ষরমিদং লক্ষণং পশ্চাদুপনিবদ্ধবান্, অন্যথা ইতঃ পরমভিহিতাং হংসীম্ অপি মন্দাক্রান্তাঘটিতত্বেন তৎপশ্চাদ্বক্তুমর্হেদিতি অনুসন্ধেয়ম্ ইয়মেকা দশাক্ষরপাদকুক্ষিগতা-নবাক্ষরপাদা বৃত্তিঃ ॥ ১৬ ॥

পুনর্দ্দশাক্ষরপাদাম্ হংসীমাহ—মন্দাক্রান্তেতি। হে সালঙ্কারে! অলঙ্কারেণ ভূষণেন সহ বর্ত্তমানা, ভূষণবতি! হে কমলবদনে! কমলমিব বদনং মুখং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে

ছন্দঃশাস্ত্র-বিশারদ কবি তাঁহারা তাহাকে মণিমধ্য বলেন, অর্থাৎ যাহার প্রতি চরণে ১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম, অক্ষর গুরু, তাদৃশ নবাক্ষর-পাদ ছন্দ মণি-মধ্য। ১৬।

হে সালঙ্কারে! হে কমল-বদনে! মন্দাক্রান্তা যদি শেষযতিরহিতা হয় (সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি মন্দাক্রান্তার যদি শেষ সাত অক্ষর বাদ দেওয়া হয়) তবে

হ্রস্বো বর্ণো জায়তে যত্র ষষ্ঠঃ
কম্বুগ্রীবে! তদ্বদেবাষ্টমান্ত্যঃ।
বিশ্রামঃ স্যাত্তন্বি! বেদৈস্তুরঙ্গৈ-
স্তাং ভাষন্তে শালিনীং ছন্দসীয়াঃ॥ ১৮

হে কমলমুখি! মন্দাক্রান্তা "চত্বারঃ প্রাক্ সুতন্বি"ত্যাদি বক্ষ্যমাণলক্ষণা বৃত্তিঃ যদি অন্ত্যযতিরহিতা শেষবিরামশূন্যা সপ্তাক্ষরাত্মকতৃতীয়যতিবিহীনা ইতি যাবৎ ভবতি সা বৃত্তিঃ বিদ্বদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ হংসী তন্নাম্নী ধ্রুবং নিশ্চিতম্ অভিহিতা কথিতা। মন্দাক্রান্তায়াং তাবৎ যতিত্রয়ং প্রথমং চতুর্ভিরক্ষরৈরেকা ততস্তদারভ্য ষড়্ভিরক্ষরৈর্দ্বিতীয়া ততোহপি তদারভ্য সপ্তভিরক্ষরৈস্তৃতীয়া। এতেন চতুর্থদশমসপ্তদশেষু অক্ষরেষিত্যায়াতম্। তেন মন্দাক্রান্তায়াঃ প্রথমদশাক্ষররূপা বৃত্তির্হংসীতি প্রত্যেতব্যম্। অস্যাশ্চ মন্দাক্রান্তাঘটিতত্বেন ন কেবলং তদ্বদ্গুরুলাঘবন্তি দশাক্ষরাণি লক্ষণঘটকানি অপিতু যতিরপি তথৈব চতুর্ভির্দশভিশ্চাক্ষরৈঃ পরিচ্ছিন্না তদুপজীবিকেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

একাদশাক্ষরপাদাসু শালিনীমাহ—হ্রস্ব ইতি। হে কম্বুগ্রীবে! কম্বুঃ শঙ্খ ইব ত্রিরেখোপেতা গ্রীবা শিরোধরা যস্যাঃ তৎসম্বুদ্ধৌ হে কম্বুকণ্ঠি! হে তন্বি কৃশে! যত্র ষষ্ঠঃ বর্ণঃ হ্রস্বঃ লঘুঃ, তদ্বদেব ষষ্ঠবদেব অষ্টমান্ত্যঃ অষ্টমস্য অন্ত্যঃ শেষঃ অষ্টমাৎ পরবর্ত্তীত্যর্থঃ বর্ণ ইতি শেষঃ, হ্রস্বঃ জায়তে ভবতি বেদৈঃ চতুর্ভিরক্ষরৈঃ তুরগৈঃ সপ্তভিরক্ষরৈশ্চ, অর্থাৎ চতুর্থৈকাদশাক্ষরৈঃ বিশ্রামঃ বিরতিঃ স্যাৎ ছান্দসীয়া ছন্দোবেত্তারঃ তাং বৃত্তিং শালিনী ভাষন্তে কথয়ন্তি। যত্র কেবলং-ষষ্ঠনবমাক্ষরে লঘুনী অবশিষ্টান্যক্ষরাণি চ গুরূণি, এবঞ্চ চতুর্থে একাদশে চ বিরামঃ সা শালিনী নাম বৃত্তিরিতি॥ ১৮॥

পণ্ডিতগণ তাহাকে হংসী বলিয়া থাকেন, নিশ্চিত জানিও। অর্থাৎ ১ম ৪ অক্ষর ও দশমাক্ষর যদি গুরু হয় এবং চতুর্থ ও ষষ্ঠ অক্ষরে যতি হয়, তবে সেরূপ দশাক্ষরপাদ ছন্দকে হংসী কহে। ১৭।

হে কম্বুকণ্ঠি! হে ক্ষীণাঙ্গি! যে বৃত্তিতে ষষ্ঠবর্ণ ও নবমবর্ণ হ্রস্ব হয় এবং চার অক্ষরে ও সাত অক্ষরে বিশ্রাম অর্থাৎ যতি হয় তাহাকে ছন্দোবিদ্গণ শালিনী কহেন। ১৮।

আদ্য-চতুর্থমহীন-নিতম্বে !
সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্ ।
যত্র গুরু প্রকটস্মর-সারে !
তৎ কথিতং ননু দোধক-বৃত্তম্ ॥ ১১
যস্যাস্ত্রি-ষট্ সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্
হ্রস্বং সুজঙ্ঘে ! নবমঞ্চ তদ্বৎ ।

দোধকমাহ—আদ্যচতুর্থমিতি। হে অহীননিতম্বে ! অহীনঃ গুরুতরঃ নিতম্বঃ স্ফিক্ কটীপশ্চাদ্ভাগ ইতি যাবৎ যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে বিপুলনিতম্বে। হে প্রকটস্মরসারে ! প্রকটঃ ব্যক্তীভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষতামাপন্নঃ স্মরসারঃ স্মরস্য কামব্যাপারস্য সারঃ কামোদ্ভাবকত্বেন শ্রেষ্ঠঃ স্তননিতম্বাদির্যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, হে প্রকটিতকামাস্ত্রে ! স্তননিতম্বাদীনাং তুঙ্গত্বায়ামবত্বাদিভ্যঃ-সত্যপ্যাচ্ছাদনে প্রত্যক্ষত্বেবাভিব্যক্তিরিতি ভাবঃ। এতদনুভবসমর্থকঞ্চ পূর্ব্বোক্তমহীননিতম্বে ইতি সম্বোধনম্। যত্র আদ্যচতুর্থং প্রথমচতুর্থাক্ষরং সপ্তমকং সপ্তমং দশমঞ্চ তথা তদ্বৎ অন্ত্যম্ অন্ত্যাক্ষরম্ একাদশমিত্যর্থঃ গুরু দীর্ঘং ভবেদিত্যধ্যাহার্য্যং, ননু হে ছন্দঃপূরণার্থমিদমিত্যবধেয়ং, তৎ দোধকবৃত্তং দোধকনামকং বৃত্তং কথিতম্। বৃত্তমিতি বিধেয়বিশেষণম্ঃ যত্র আদ্যচতুর্থসপ্তমদশমৈকাদশানি অক্ষরাণি গুরূণি দ্বিতীয়তৃতীয়-পঞ্চমষষ্ঠাষ্টমাক্ষরাণি পুনর্লঘূনি তদ্বৃত্তং দোধকমিতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রবজ্রামাহ—যস্যামিতি। হে সুজঙ্ঘে ! সু শোভনা জঙ্ঘা ঊর্দ্ধোরধোভাগদ্বয়ং যস্যাঃ তৎসম্বোধনং, হে গত্যা গমনেন অবিলজ্জীকৃতহংসকান্তে ! বিগতা লজ্জা যস্যাঃ সা বিলজ্জা ন বিলজ্জা অবিলজ্জা অতথাবিধা তথাবিধাকৃতা হংসকান্তা বরটা যয়েতি চেৎ পূর্ব্বপদস্য পুংবত্ত্বে অবিলজ্জীকৃতহংসকান্তেতি তৎসম্বুদ্ধৌ হে তিরস্কৃতহংসগতে !

হে বিপুলনিতম্বে ! হে প্রকটস্মরসারে ! যে বৃত্তে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, ও অন্ত্য, অর্থাৎ একাদশ অক্ষর গুরু সেই বৃত্ত দোধক বলিয়া কথিত হয়। ১১।

হে সুজঙ্ঘে ! গতি-বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে ! যে বৃত্তিতে তৃতীয়, ষষ্ঠ,

গত্যাবিলজ্জীকৃত-হংসকান্তে!
তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥ ২০

যদীন্দ্রবজ্রা-চরণেষু পূর্ব্বে
ভবন্তি বর্ণাঃ লঘবঃ সুবর্ণে!।
অমন্দমাদ্যন্মদনে! তদানী-
মুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥ ২১

বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে ইতি কশ্চিৎ তন্মতে বিশিষ্টা লজ্জা যস্যাঃ সা বিলজ্জেতি বহুব্রীহেঃ পরং সর্ব্বসম্মহৃত্তরীত্যা ব্যাখ্যেয়ম্। যস্যাঃ বৃত্তেস্ত্রিষট্সপ্তমং তৃতীয়ষষ্ঠসপ্তমমিত্যর্থঃ বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাবাচকানাং পূরণার্থত্বাদিত্যসকৃদাবেদিতম্। তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ নবমঞ্চ অক্ষরং হ্রস্বং লঘু স্যাৎ কবীন্দ্রা কবিমুখ্যাঃ তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে ব্রুবন্তি। যস্যা; বৃত্তেঃ তৃতীয়ষষ্ঠ-সপ্তম-নবমাক্ষরাণি লঘূনি প্রথমদ্বিতীয়চতুর্থপঞ্চমদশমৈকদশানি চ গুরূণি সা ইন্দ্রবজ্রা।॥ ২০ ॥

ইন্দ্রবজ্রাঘটিতামুপেন্দ্রবজ্রামাহ—যদিন্দ্রবজ্রাচরণেষ্বিতি। হে সুবর্ণে। সুন্দরবর্ণশালিনি! পয়োহনন্তকবদীযপ্রকাভগুত্রে ইতি ভাবঃ। হে অমন্দমাদ্যন্মদনে! অমন্দং সমধিকং যথা স্যাৎ তথা মাদ্যন্-যৌবনমদোদ্দীপ্যমানঃ মদনঃ কামো যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে উন্মদমদনে। যদি ইন্দ্রবজ্রাচরণেষু পূর্ব্বোক্তেন্দ্রবজ্রায়াশ্চতুর্ষু পাদেষু পূর্ব্বে প্রতিপাদম্ আদ্যৈকৈকা বর্ণা লঘবঃ হ্রস্বাঃ ভবন্তি স্যুঃ তদানীং তৎকালে কবীন্দ্রৈঃ উপেন্দ্রবজ্রা ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তেরনন্তর-কথিতত্বেন একাক্ষরমাত্রবৈষম্যাৎ প্রায়স্তুল্যত্বেন চ সংস্থানকৃতং লক্ষণসাম্যকৃতঞ্চ সামীপ্য-মধিষ্ঠিতত্বাৎ যোগরূঢ়নাম্না বৃত্তিরিতিঃ শেষঃ কথিতা উক্তা। ইন্দ্রবজ্রায়াশ্চরণচতুষ্টয়ে একৈকবর্ণক্রমেণাদ্যবর্ণচতুষ্কং যদি লঘু স্যাৎ তদা সোপেন্দ্রবজ্রা নাম বৃত্তিরিতি ॥ ২১ ॥

সপ্তম, ও নবম অক্ষর লঘু হয় তেমন (একাদশাক্ষর-পাদ) বৃত্তিকে কবিশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রবজ্রা বলেন। ২০।

হে সুন্দরবর্ণে! উদ্বেলমদনে! যদি ইন্দ্রবজ্রার প্রত্যেক চরণের ১ম বর্ণ হ্রস্ব হয় তবে তাহাকে কবীন্দ্রগণ উপেন্দ্রবজ্রা বলেন। ২১।

যত্র দ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা
ভবন্তি সীমন্তিনি! চন্দ্রকান্তে!।
বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতা সা,
প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা॥ ২২।
আখ্যানকী সা প্রকটী-কৃতার্থে!,
যদীন্দ্রবজ্রা-চরণঃ পুরস্তাৎ।

ইদানীমনয়োর্ম্মিশ্রণকৃতামুপজাতিমাহ—যত্রেতি। হে সীমন্তিনি! সীমন্তঃ কেশবিন্যাসঃ বিদ্যতে যস্যাঃ তৎসম্বোধনং হে সযত্নরচিতকবরীকে! চন্দ্রকান্তে! চন্দ্রস্য কান্তিরিব কান্তির্যস্যাঃ তৎসম্বোধনং, হে সুন্দরকান্তিযুতে! যত্র অনয়োঃ ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ অপিঃ সমুচ্চয়ে এবার্থে বা দ্বয়োরেব পাদাঃ ভবন্তি, আদ্যৈঃ পূর্ব্বজৈঃ বিদ্বদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ উপজাতিরিতি পরিকীর্ত্তিতা, সা প্রসিদ্ধা বৃত্তিঃ প্রযুজ্যতাম্ প্রয়োগে বিনিযুজ্যতাং। এতেন ছন্দসা কশ্চিৎ শ্লোকো বিরচ্যতামিতিভাবঃ। তাদৃশোক্তিশ্চ অস্যাঃ উভয়লক্ষণঘটিতত্বেনদৃঢ়নিযন্ত্রণাভাবাৎ প্রযোক্তুং সুকরত্বাদিত্যবধেয়ম্। যত্রেন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োর্দ্দ্বয়োরেব চরণাস্তিষ্ঠেয়ুঃ সোপজাতিঃ। ইয়ং বহুভেদা, তথাচ—ক্বচিৎ একশ্চরণ ইন্দ্রবজ্রায়া অপরে উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ ক্বচিদেতদ্বিপরীতং; ক্বচিদ্ দ্বৌ ইন্দ্র বজ্রায়াঃ দ্বৌ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ। উভয়োর্দ্ধাদ্ধিত্বেঽপি ভেদোযথা; প্রথমচরণদ্বয়স্যপার্দ্ধং ক্বচিদিন্দ্রবজ্রায়াঃ পরার্দ্ধম্ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ ক্বচিদেতদ্বিপরীতম্। ক্বচিৎ প্রথমচরণং ইন্দ্রবজ্রায়াঃ দ্বিতীয়মুপেন্দ্রবজ্রায়াঃ পুনস্তৃতীয়মিন্দ্রবজ্রায়াশ্চতুর্থমুপেন্দ্রবজ্রায়াঃ ক্বচিদেতদ্বিপরীতমিত্যাদি॥ ২২॥

আখ্যানকীঃ বিপরীতপূর্ব্বাঞ্চ সংক্ষেপেণ বক্তুম্ একমেব লক্ষণমারচয়তি—আখ্যানকীতি হে প্রকটীকৃতার্থে! প্রকটীকৃতঃ আবিষ্কৃতঃ অর্থঃ অভিপ্রায়ো যয়া তৎসম্বোধনং,

---

হে সীমন্তিনি! হে চন্দ্রকান্তে! যে বৃত্তিতে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা এই দুইয়েরই চরণ সন্নিবিষ্ট হয়, আদ্যকবিগণ কর্তৃক তাহা, উপজাতি, বলিয়া কীর্ত্তিত, তুমি ইহার এইরূপেই প্রয়োগ কর। ২২।

হে প্রকাশিতাভিপ্রায়ে! যদি প্রথম চরণ, ইন্দ্রবজ্রার, আর শেষ তিনটী

উপেন্দ্রবজ্রা-চরণাস্ত্রয়োঽন্যে,
মনীষিণোক্তা বিপরীতপূর্ব্বা॥ ২৩

হে ব্যক্তীকৃতাভিপ্রায়ে! পুরস্তাৎ প্রথমে যদি ইন্দ্রবজ্রাচরণঃ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ 'যস্যাস্ত্রিষট্সপ্তম'-মিত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তলক্ষণায়াঃ চরণঃ পাদঃ স্যাদিত্যাদ্যন্ত্যান্বয়ঃ। অন্যে অপরে প্রথম-চরণব্যতিরিক্তাঃ ত্রয়ঃ দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থা ইত্যর্থঃ, উপেন্দ্রবজ্রাচরণাঃ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ 'যদীন্দ্রবজ্রাচরণে'ত্যিতাদিনোক্তায়াঃ পাদাঃ স্যুরিত্যত্রাপ্যধ্যাহর্ত্তব্যম্। তদা সা আখ্যানকী তদভিধানা বৃত্তিঃ মনীষিণা বুদ্ধিমতা উক্তা কথিতা। যত্র প্রথমপাদঃ--ইন্দ্রবজ্রায়াঃ অপরে ত্রয়ঃ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ সা আখ্যানকী। অস্যোদাহরণময়মেব শ্লোকঃ। নাম্নঃ অন্বর্থতয়া তেনৈব বিপরীতপূর্ব্বামাহ—বিপরীতপূর্ব্বেতি। বিপরীতঃ পূর্ব্বোক্তিবিপর্য্যাসেন সন্নিবেশিতঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বচরণঃ অর্থাদিন্দ্রবজ্রাপাদো যত্র তাদৃশী স্যাৎ চেৎ আখ্যানক্যাং প্রথমপাদ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ অপরে উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ ইহ তদ্বিপর্য্যয়েণ প্রথমপাদঃ-উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ অপরে ইন্দ্রবজ্রায়াঃ স্যুশ্চেদিত্যর্থঃ, তদা সা বিপরীতপূর্ব্বা তন্নাম্না অন্বর্থা বৃত্তিরিতি। অস্যোদাহরণ-মত্র নোপলভামহে পাদত্রয়স্যৈব উপেন্দ্রবজ্রীয়ত্বাৎ। বিপরীতপূর্ব্বায়াস্তু তস্যেন্দ্রবজ্রীয়ত্বেন ভবিতব্যত্বাদিতি ভাবঃ। এতল্লক্ষণং ছন্দোমঞ্জর্য্যাদিবিলক্ষণমিত্যবগন্তব্যম্। কেচিত্তু-পূর্ব্বস্মাৎ বিপরীতেতি প্রকারঞ্চ অস্মদুক্তবদ্বা বিগৃহ্য পুরস্তাত্তে এব বৈপরীত্যান্বয়-মনুমন্বানাঃ আখ্যানক্যাম্ ইন্দ্রবজ্রাচরণস্য পূর্ব্বনিপাতঃ ইহ তু পরনিপাত ইতি ইদমেব পদ্যং বিপর্য্যস্তপূর্ব্বং বিপরীতপূর্ব্বায়া লক্ষ্যমিতি ব্যাচক্ষতে। অত্র বহবো মতভেদাঃ পাঠভেদাশ্চ পরিলক্ষ্যন্তে। কচিদেবং পাঠঃ,—"আখ্যানকী সা প্রকটীকৃতার্য্যে যদেন্দ্রবজ্রাচরণৌ পুরস্তাৎ। উপেন্দ্রবজ্রাচরণৌ তথা চেন্মনীষিণোক্তা-বিপরীতপূর্ব্বা" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—হে আর্য্যে। প্রকটীকৃতা যদ্যপি লক্ষণদর্শনে-নাস্যবিধাপি উপজাতিঃ সম্ভবতি, তথাপি লক্ষ্যানুমিতস্বরূপা ইত্যর্থঃ সা পূর্ব্বোক্তা উপজাতিরেব আখ্যানকী, যস্য প্রথমতৃতীয়পাদৌ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ দ্বিতীয়চতুর্থৌ তু উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ তাদৃশী উপজাতিরেব আখ্যানকীতি ফলিতম্। এবঞ্চ পুরস্তাৎ পূর্ব্বোক্তায়া-

---

চরণ উপেন্দ্রবজ্রার হয়, তবে তাহাকে মনীষিগণ আখ্যানকী বলেন। প্রথম চরণ উপেন্দ্রবজ্রার ও শেষ তিনটী চরণ ইন্দ্রবজ্রার হইলে, বিপরীতপূর্ব্বা আখ্যানকী বলেন। ২৩।

আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং,
সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্।
দীর্ঘমিন্দুমুখি! যত্র জায়তে,
তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম্॥ ২৪

মুপজাতৌ আখ্যানক্যাং বা ইন্দ্রবজ্রাচরণৌ যথা যাদৃশরূপেণ নির্দ্দিষ্টাবিতি শেষঃ, তথা চ তাদৃশপ্রকারেণ উপেন্দ্রবজ্রাচরণৌ নির্দ্দিষ্টৌ স্যাতাং চেৎ মণীষিণা বিপরীতপূর্ব্বা উক্তা। আখ্যানক্যামুপজাতৌ বা প্রথমতৃতীয়ৌ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ, ইহ তু উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ, এবমন্যৌ চরণৌ জ্ঞেয়ৌ। মতমেতৎ পিঙ্গলসূত্রচ্ছন্দোমঞ্জরীবৃত্তরত্নাকরাদয়োঽপ্যনুগৃহ্নন্তি। তথাচ বৃত্ত-রত্নাকরঃ—"আখ্যানকী তৌ জগুরু গওজে জতাবনোজে জগুরু গুরুশ্চেৎ। জতৌ জগে গো বিষমে সমে চেৎ, তৌ জ্গৌ গ এষা বিপরীতপূর্ব্বা॥" অস্য ব্যাখ্যা আকরে অন্বেষ্টব্যা। ফলমুন্নেয়ম্। এতন্মতে তু কালিদাসস্য বৈশিষ্ট্যং প্রতিশ্রুতপ্রায়ং বা লক্ষণস্যৈব লক্ষ্যত্বং ন সম্ভবতীতি ঘূর্ণায়মানা এব বয়ং বিষীদামঃ। কশ্চিত্তু বিপরীতপূর্ব্বাখ্যানকীতি একমেব বৃত্তং ব্যাখ্যাকৃৎস্বরসাদবগময্যন্তে। তে তু অস্মদ্ধৃতপাঠে ছন্দোমঞ্জর্য্যাদীনামনু-গ্রহমনবলোক্য পিঙ্গলমতপ্রোজ্জীবিতা এবং বদন্তি। তেষাঞ্চ "ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন শান্তো ব্যাধি"রিত্যায়াসমাত্রং ফলম্। তথাহি পিঙ্গলোক্তা বিপরীতাখ্যানকী—বিপরীতা-খ্যানকী জতৌ জগৌ গ, তৌ জগৌ গ। ইতি, এতন্মতে তু নামৈক্যং বিধায় অস্মদ্ধৃত-পাঠান্তরয়ীত্যা যদি ব্যাখ্যা স্যাত্তদৈব পিঙ্গলোক্তচ্ছন্দোঽনুকারো ভবেৎ পিঙ্গলোক্ত-বিপরীতাখ্যানকীবৃত্তস্য বৃত্তরত্নাকরধৃতবিপরীতপূর্ব্বাতুল্যত্বাৎ। তাদৃশব্যাখ্যায়াঞ্চ দোষঃ পূর্ব্বমুক্তঃ—লক্ষণস্য লক্ষ্যত্বং সম্ভবতীতি সুধীভির্নিপুণমূহনীয়ং, বয়ং কেবলং মার্গদর্শিনঃ॥ ২৩॥

রথোদ্ধতামাহ,—আদ্যমিতি। হে ইন্দুমুখি! ইন্দুশ্চন্দ্র ইব মনোজ্ঞং মুখং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে চন্দ্রবদনে! যত্র আদ্যং প্রথমং অতঃ এতদনন্তরং, পদমিদং

হে চন্দ্রবদনে! যে বৃত্তিতে আদ্য অক্ষর ও তৎপর তৃতীয় সপ্তম, নবম এবং শেষ অর্থাৎ একাদশ অক্ষর দীর্ঘ হয়, তাহাকে কবিগণ রথোদ্ধতা বলেন। ২৪।

অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ,
বাত্যয়াদ্ভবতি তত্র বিনীতে!
প্রাক্তনৈর্যদি মৃগীক্ষণযুগ্মে!,
স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাঽসৌ। ২৫

ছন্দোরক্ষার্থে। তৃতীয়কং তৃতীয়ং সপ্তমং চ এবং নবমং তথা অন্তিমং শেষভূতম্ একাদশমিত্যর্থঃ অক্ষরং দীর্ঘং গুরু জায়তে ভবতি, কবয়ঃ তাং বৃত্তিং রথোদ্ধতাং বদন্তি ব্রুবতে। রথস্যেব উদ্ধতম্ উদ্ঘাতঃ কণ্ঠস্বরকৃতৌ আরোহাবরোহৌ উচ্চাবচাবপাতঃ ইতি যাবৎ যস্যাঃ সেতি কথঞ্চিন্নামনিরুক্তিঃ সুধীভির্বিভাবনীয়া। যত্র আদ্য-তৃতীয়-সপ্তম-নবমৈকাদশাক্ষরাণি দীর্ঘাণি তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠাষ্টমদশমানি চ লঘূনি ভবন্তি সা রথোদ্ধতা ॥ ২৪ ॥

রথোদ্ধতায়ামেব স্বাগতামাহ—অক্ষরঞ্চেতি। হে বিনীতে বিনয়বতি! মৃগীক্ষণযুগ্মে! মৃগ্যাঃ হরিণ্যাঃ ঈক্ষণযুগ্মমিব ঈক্ষণযুগ্মং যস্যাঃ সা হে হরিণীনয়নে। তত্র তস্যাং রথোদ্ধতায়াং নবমং দশমঞ্চ অক্ষরং চকারশ্ছন্দঃপূরণার্থঃ ব্যত্যয়াৎ ব্যত্যয়ং পূর্ব্বোক্তক্রম-বিপর্য্যয়ং নবমদশময়োর্গুরুলঘ্বোঃ লঘুগুরুরূপং পৌর্ব্বাপর্য্যব্যতিক্রমং প্রাপ্য ইতি ল্যবলোপে পঞ্চমী; যদি ভবতি, রথোদ্ধতায়াং নবমং গুরু দশমঞ্চ লঘু যত্র পুনর্নবমং লঘু দশমঞ্চ গুরু ভবতীত্যর্থঃ, তদেত্যধ্যাহারেণান্বয়ঃ, প্রাক্তনৈঃ পূর্ব্ববর্ত্তিভিঃ কবিভিঃ অসৌ বৃত্তিঃ স্বাগতা ইতি কথিতা উক্তা। রথোদ্ধতায়া এব যদা নবমং লঘু দশমং গুরু ভবতি তদা সা স্বাগতা নাম বৃত্তিরিতি। সু সুন্দরম্ আগতম্ আগমনং প্রয়োগ ইতি যাবৎ যস্যাঃ সা স্বাগতা। স্বাগতত্বঞ্চাস্যাঃ পরিবর্ত্তনং পরিবর্দ্ধনঞ্চান্তরেণ কেবলবর্ণদ্বয়বিপর্য্যয়রূপভেদবদেকচ্ছন্দোজ্ঞান-জ্ঞেয়ত্বরূপমবগন্তব্যম্ ইত্যাস্তমেকাদশাক্ষরপাদবৃত্তম্ ॥ ২৫ ॥

হে বিনীতে! হে হরিণীনয়নে! যদি সেই রথোদ্ধতা বৃত্তিতে নবম ও দশম অক্ষর বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নবম লঘু ও দশম বর্ণ গুরু হয় তাহা হইলে ঐ রথোদ্ধতাই প্রাচীন কবিগণ কর্ত্তৃক স্বাগতা বলিয়া কথিত হয়। ২৫।

সতৃতীয়ক-ষষ্ঠমমন্দরতে !,
নবমং বিরতি-প্রভবং গুরু চেৎ।
ঘন-পীন-পয়োধর-ভার-নতে !,
ননু তোটক-বৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ ২৬ ॥
যদি তোটকস্য গুরু পঞ্চমকং,
বিহিতং বিলাসিনি ! তদক্ষরকম্।

ইদানীং দ্বাদশাক্ষরপাদামারভমাণঃ আদৌ তোটকমাহ—সতৃতীয়কষষ্ঠমিতি। হে অমন্দরতে ! অমন্দা গাঢ়া রতিঃ প্রণয়ো যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে স্থিরপ্রণয়ে ! অত্র অনঙ্গরতে ইত্যপি পাঠান্তরম্ কামরতে ইতি তদর্থঃ। হে ঘনপীনপয়োধরভারনতে ! ঘনৌ নিবিড়সংশ্লিষ্টৌ মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভমানৌ ইতি যাবৎ তৌ চ তৌ পীনৌ স্থূলৌ চেতি বিশেষণসমাসঃ তাদৃশৌ যৌ পয়োধরৌ স্তনৌ তয়োর্যো ভারঃ তেন নতা ঈষদ্ভুগ্নার্দ্ধদেহা তৎসম্বোধনে হে নিবিড়বিস্তৃতস্তনভারনম্রে ! সতৃতীয়কষষ্ঠ তৃতীয়েন সহ বর্ত্তমানং সতৃতীয়কং তচ্চ তৎ ষষ্ঠঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ তৃতীয়ং ষষ্ঠঞ্চেত্যর্থঃ। নবমং তথা বিরতিপ্রভবং বিরতিঃ অবসানং প্রভবঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য তৎ বিরতিপ্রভবম্ অন্ত্যমিত্যর্থঃ, গুরু দীর্ঘং ভবতি। ননু অয়ি তদা ইদং তোটকবৃত্তং কথিতং ছন্দোবিদ্‌ভিরিতি শেষঃ যস্য। তৃতীয়ষষ্ঠনবমদ্বাদশাক্ষরাণি গুরূণি অবশিষ্টানি প্রথম দ্বিতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-সপ্তমাষ্টম-দশমৈকাদশানি লঘূনি ভবন্তি তত্ত্বং তোটকমিতি ॥ ২৬ ॥

অত্রৈব প্রমিতাক্ষরামাহ—যদীতি। হে বিলাসিনি ! বিলাসবতি ! অবলে ! স্ত্রীণাং পুরুষাধীনত্বেন তদপেক্ষয়া কায়িকশক্তেরভাবাচ্চ তথা সম্বোধনম্। তোটকস্য পূর্ব্বোক্তলক্ষণস্য ছন্দসঃ পঞ্চমকম্ অক্ষরকং গুরু দীর্ঘং বিহিতং কৃতং স্যাৎ ইতি শেষঃ এবং চেৎ যদি

অয়ি অমন্দরতে ! হে ঘনপীনস্তনভারাবনতে ! যদি তৃতীয়ের সহিত ষষ্ঠ, নবম ও শেষাক্ষর অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর গুরু হয়, তবে তাহা তোটক বৃত্ত বলিয়া কথিত। ২৬।

হে বিলাসিনি ! হে অবলে ! যদি তোটকের সেই (লঘু) পঞ্চম অক্ষর গুরু বিহিত হয়, এবং যদি ষষ্ঠ [illegible]

রসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে !
প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥ ২৭
যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাৎ
তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষি-বক্ত্রারবিন্দে !
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গ-প্রয়াতম্ ॥ ২৮

রসসংখ্যকং রসঃ সংখ্যা যস্য তৎ ষষ্ঠমিত্যর্থঃ, গুরু দীর্ঘং ন স্যাৎ ইত্যুভয়ত্র অধ্যাহারেণান্বয়ঃ। স্বাগতায়াং রথোদ্ধতায়া ইব যদি তোটকস্য পঞ্চমং ষষ্ঠঞ্চাক্ষরং ব্যত্যয়াদ্ গুরুলঘুনী ভবতঃ ইত্যর্থঃ, তৎ তদা কবিভিঃ প্রমিতাক্ষরা ইতি কথিতা তন্নাম্না কীর্ত্তিতা। পঞ্চমলঘু-ষষ্ঠ-গুরোঃ তোটকস্য ব্যত্যয়াদ্ যদি পঞ্চমং গুরু ষষ্ঠং লঘু ভবেৎ তদা সা প্রমিতানি তোটকেন তুলিতানি তৎসমানীত্যর্থঃ অক্ষরাণি বর্ণাঃ যস্যামিতি অন্বর্থনাম্নী বৃত্তিঃ প্রমিতাক্ষরেতি কীর্ত্তিতা ॥ ২৭ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতমাহ—যদাদ্যমিতি। হে শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে! শরচ্চন্দ্রঃ শারদ-শশী তং বিদ্বেষ্টুং অর্থাৎ সদৃশীকর্ত্তুং বৈরেণ গ্রহীতুঞ্চ ·অরবিন্দেতি উপমানুরোধাৎ শীলং যস্য তাদৃশং বক্ত্রারবিন্দং মুখকমলং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে শরদিন্দুপদ্মবদনে! শরিদিত্যস্য চন্দ্রে অরবিন্দে চান্বয়াভাবেঽপি তাৎপর্য্যাৎ তথার্থপ্রতীতিঃ।

একস্যৈব বিদ্বিষেঃ মুখপক্ষে উপমাবাচকত্বং অরবিন্দপক্ষে চ যথাশ্রুতার্থবাচিত্বমিতি বিশেষঃ। অরবিন্দস্য চন্দ্রবিদ্বেষঃ প্রসিদ্ধঃ তস্য তদ্দর্শনেন সঙ্কোচাৎ। আদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং তথা একাদশাদ্যম্ একাদশস্য আদ্যং পূর্ব্ববর্ত্তি দশমমিত্যর্থঃ, যদা হ্রস্বং লঘু স্যাৎ

ষষ্ঠাক্ষর গুরু এবং পঞ্চমাক্ষর লঘু হওয়া চাই, যদি তদ্রূপ না হইয়া পঞ্চম গুরু ও ষষ্ঠ লঘু হয়, তবে কবিগণ তাহাকে প্রমিতাক্ষরা বলেন। ২৭।

হে শারদশশি-বিদ্বেষিমুখকমলে! যেখানে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম ও একা-দশের আদ্য অর্থাৎ দশম অক্ষর হ্রস্ব হয়, তাহাকে কবীন্দ্রগণ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, বলিয়া থাকেন। ২৮।

অয়ি কৃশোদরি! যত্র চতুর্থকং

গুরু চ সপ্তমকং দশমন্তথা।

বিরতিগঞ্চ তথৈব সুমধ্যমে!

দ্রুত-বিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে॥ ২৯

প্রথমাক্ষরমাদ্য-তৃতীয়য়োা,

দ্রুতবিলম্বিতকস্য হি পাদয়োঃ।

তদা কবীন্দ্রৈঃ ভুজঙ্গপ্রয়াতং তন্নামকং ছন্দঃ উক্তং কথিতম্। যত্রাদ্যচতুর্থসপ্তম-দশমাক্ষরাণি লঘূনি, অবশিষ্টাগুষ্টৌ গুরূণি তদ্ ভুজঙ্গপ্রয়াতং নাম ছন্দঃ॥ ২৮॥

দ্রুতবিলম্বিতমাহ—অয়ীতি। অয়ীতি নামগুণাদি-বিশেষাভিধানমন্তরেণ কেবল-সম্বোধনে প্রযুজ্যতে, যথা স্বামিনি পত্ন্যা। অয়ি হে! কৃশোদরি! কৃশম্ উদরং-যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। উদরপদেনাত্র কটী উপলক্ষিতা, হে ক্ষীণমধ্যে! হে সুমধ্যে। ক্ষীণত্বাদেব সুন্দরং মধ্যং কটী যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। যত্র চতুর্থকং সপ্তমকং তথা দশমং গুরু দীর্ঘং চ এবং বিরতিগং বিশ্রামস্থং দ্বাদশমিত্যর্থঃ অক্ষরমিত্যূহ্যং তথৈব তথাবিধমেব গুরু ইত্যর্থঃ তৎ বৃত্তং দ্রুতবিলম্বিতম্ ইতি দ্রুতবিলম্বিতনাম্না উপদিশ্যতে প্রোপ্যতে কবিভিরিতি শেষঃ। যত্র চতুর্থসপ্তমদশমদ্বাদশাক্ষরাণি দীর্ঘাণি, পরাণি হ্রস্বানি ভবন্তি, তদ্বৃত্তং দ্রুতবিলম্বিত-মিতি। যথা সঙ্গীতাদৌ দ্রুতবিলম্বিতকাদয়স্তালা বিদ্যন্তে অত্রাপি তদ্বদুচ্চারণভঙ্গীবিশেষেণ তালপ্রতীতেঃ তাদৃশনামনিরুক্তিরিতি সুধীহৃদয়ম্॥ ২৯॥

একাদশদ্বাদশাক্ষরয়োঃ সঙ্কররূপাং হরিণীমাহ—প্রথমাক্ষরমিতি। হে কমলেক্ষণে! কমলমিব ঈক্ষণে নয়নে যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, হে পদ্মাক্ষি! হে সুন্দরি! রমণীয়ে! দ্রুত-বিলম্বিতকস্য ইতঃপূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টস্য ছন্দসঃ আদ্যতৃতীয়য়োঃ প্রথমস্য তৃতীয়স্য চেত্যর্থঃ পাদয়োঃ চরণয়োঃ প্রথমাক্ষরম্ আদ্যাক্ষরং যদি নাস্তি, দ্বাদশাক্ষরপাদস্য দ্রুতবিলম্বিতস্য প্রথমতৃতীয়-

---

অয়ি কৃশোদরি! হে সুমধ্যে! যে বৃত্তে চতুর্থ, সপ্তম, দশম, বিরতিগ অর্থাৎ চরণশেষাক্ষর গুরু হয়, তাহা কবিগণ কর্তৃক দ্রুতবিলম্বিত বলিয়া উপদিষ্ট হয়। ২৯।

যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে!
ভবতি সুন্দরি! সা হরিণী-প্লুতা ॥ ৩০

উপেন্দ্রবজ্রা-চরণেষু সন্তি চে-
দুপান্ত্যবর্ণা লঘবঃ পরে কৃতাঃ।
মদোল্লসদ্ভ্রূজিত-কাম-কার্ম্মুকে!
বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা ॥ ৩১

চরণয়োঃ লঘুরূপমেকৈকাক্ষরং যদি ন তিষ্ঠতি, তদা সা হরিণীপ্লুতা ভবতি। দ্রুতবিলম্বিতমেব যদি প্রথমতৃতীয়চরণয়ো রাদ্যৈকৈকাক্ষরহীনং স্যাৎ তদা সা হরিণীপ্লুতা। হরিণ্যাঃ প্লুতম্ উল্লম্ফনপ্রায়গমনমিব প্লুতম্ উচ্চারণগতিঃ যস্যাঃ সেতি কথঞ্চিদর্থোপক্ষেপঃ, হরিণীগ্রহণঞ্চ প্লুতিলাঘবার্থমিত্যবধেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

পরিবর্ত্তিতপরিবর্দ্ধিতপ্রকারামুপেন্দ্রবজ্রামেব বংশস্থবিলত্বেনোপদিশতি—উপেন্দ্রবজ্রা-চরণেম্বিতি। হে মদোল্লসদ্ভ্রূজিতকামকার্ম্মুকে! মদেন মদ্যপানজমত্ততয়া উল্লসন্তীভ্যাং প্রচরন্তীভ্যাং বিস্তৃতোন্নীতাভ্যামিতি যাবৎ ভ্রূভ্যাং রোমরাজিতবক্রিতনেত্রোর্দ্ধভাগাভ্যাং, জিতং—পরাজিতং তুলিতমিতি ভাবঃ, কামকার্ম্মুকং মদনধনুর্যয়া তৎসম্বোধনে। হে মদবিস্ফারিতভ্রু! কামকার্ম্মুকজয়শ্চ ভ্রুবোঃ আয়তবক্রতয়া কামোদ্দীপকতয়া চেতি বোদ্ধব্যম্। চেৎ উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু 'যদীন্দ্রবজ্রাচরণেম্বি'ত্যাদিপূর্ব্বোক্তলক্ষণোপেন্দ্র-বজ্রাচরণচতুষ্কেষু উপান্ত্যবর্ণাঃ প্রযুজ্যমানবৃত্তস্য দ্বাদশাক্ষরপাদতয়া অন্ত্যস্য দ্বাদশাক্ষরস্য সমীপবর্ত্তিনঃ একাদশবর্ণাঃ, অত্র প্রতিচরণমেকৈকক্রমেণ চত্বারো বর্ণা ইতি বহুবচননির্দ্দেশঃ; লঘবঃ হ্রস্বাঃ কৃতাঃ অসদুৎপাদনবচনোঽত্র কৃধাতুঃ, তেন অধিকত্বয়া সন্নিবেশিতাঃ সন্তি ভবন্তি যদা তদা বুধাঃ পণ্ডিতাঃ বংশস্থবিলং বদন্তি ব্রুবতে। উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ প্রতিচরণম্ একাদশাক্ষরাৎ পূর্ব্বং যদি লঘু এক-মক্ষরমধিকং স্যাৎ তদা তদ্বংশস্থবিলনামকং বৃত্তমিতি সরলার্থঃ। পরে কৃতাঃ ইতি

হে কমলনেত্রে! হে সুন্দরি! দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয়চরণে যদি প্রথম অক্ষর না থাকে, তবে তাহা হরিণীপ্লুতা হয়। ৩০।

যস্যামশোকাঙ্কুর-পাণি-পল্লবে !
বংশস্থ-পাদা, গুরুপূর্ব্ব-বর্ণকাঃ।
তারুণ্য-হেলারতিরঙ্গ-লালসে !
তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥ ৩২

পাঠান্তরম্। তস্যারমর্থঃ—উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু কৃতাঃ আধিক্যেনেতি শেষঃ, পরে অন্তে উপেন্দ্রবজ্রালক্ষণঘটকৈকাদশাক্ষরাদতিরিক্তা ইত্যর্থঃ, চেৎ যদি উপান্ত্যবর্ণাঃ সন্তি ভবন্তি যে এব চত্বারো বর্ণা অধিকরূপেণ অধিক্রিয়ন্তে তে এব যদি উপান্ত্যাঃ স্যুরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। পরেকৃতা ইতি সমস্তপদমিতি কেচিৎ, তদব্যুৎপন্নমিব প্রতিভাতি। তে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে—পরে শেষে কৃতাঃ একৈকশো বর্ণা যেষাং তে পরেকৃতাঃ উপান্ত্যবর্ণা ইত্যস্য বিশেষণম্ অলুগন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহিঃ প্রথমতস্তাবৎ ঈদৃশাশ্রুতপূর্ব্ববহুব্রীহিরেব ন প্রমাণং, দ্বিতীয়তস্তু এবংবিধায়াসস্বীকারেঽপি নার্থসম্পত্তিঃ। তথাহি—যদীদং বিশেষণং চরণেষিত্যস্য স্যাৎ তদৈব সম্যক্ অর্থপ্রতিপত্তির্ভবেৎ, অন্যথা উপান্ত্যবর্ণা ইত্যুক্তেরেব অন্ত্যবর্ণ-সম্ভাবপ্রতিপত্ত্যা তাদৃশোক্তিঃ ব্যর্থেব প্রতিভাসতে। এবঞ্চ কুতস্য বর্ণস্য গুরুত্বং লাঘবং বেতি সংশয়োঽপি দুষ্পরিহর এব স্যাৎ। অস্মদুপদর্শিতব্যাখ্যানেতু উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ প্রতিচরণং কৃতাঃ লঘবঃ একৈকশো বর্ণাঃ যদি উপান্ত্যাঃ (বিবক্ষিতবৃত্তেরিতি বোদ্ধব্যম্) স্যুরিতি প্রতিপাদনাৎ অন্ত্যবর্ণাঃ উপেন্দ্রবজ্রায়া এবেতি তেষাং গৌরবমব্যাহতমিতি সুধীভির্বিবে-চনীয়ম্॥ ৩১॥

ইন্দ্রবংশাং লক্ষয়তি—যস্যামিতি। হে অশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে! অশোকস্য তন্নাম্না প্রসিদ্ধস্য বৃক্ষবিশেষস্য অঙ্কুরঃ নূতনপত্রম্ ইব পাণিপল্লবৌ করকিশলয়ৌ যস্যাঃ তৎ-সম্বোধনে, হে অশোককিশলয়পাণে! এতেন পাণেঃ কোমলত্বারক্তিমাদয়ো ব্যজ্যন্তে। হে তারুণ্যহেলারতিরঙ্গলালসে! তারুণ্যস্য যৌবনস্য হেলয়া শৃঙ্গারভাবজক্রিয়য়া রতিরঙ্গে

(৮ মদাবস্ফারিতভ্রূজিতকামচাপে! যদি পূর্ব্বোক্ত উপেন্দ্রবজ্রার চরণ-চতুষ্টয়ের শেষে এক একটি গুরুবর্ণ যোজিত হয় ও উপান্ত্য অর্থাৎ একাদশ বর্ণগুলি লঘু হয়, তাহা হইলে বুধগণ তাহাকে বংশস্থবিল বলেন। ৩১।

অয়ি! অশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে! হে যৌবন-লীলারতিরঙ্গ-লালসে। যে

যস্যাং প্রিয়ে! প্রথমকমক্ষর-দ্বয়ং
তুর্য্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম্।
সান্ত্যং ভবেদ্ যতিরপি চেদ্ যুগ-গ্রহৈঃ
সা লক্ষ্যতামমৃতরুতে! প্রভাবতী ॥ ৩৩ ?

কামাভিনয়ে লালসা লোলুপা তৎসম্বোধনম্, হে যৌবনলীলারতিব্যগ্রে। যদ্যপি ত্বমেবম্ভূত তথাপ্যন্তর্নিগৃহ্য কামাবেগং ক্ষণমবধৎস্বেতি সূচিতম্। যস্যাং বৃত্তৌ বংশস্থপাদাঃ পূর্ব্বোক্ত-বংশস্থবিলবৃত্তস্য চত্বারঃ চরণাঃ গুরুপূর্ব্ববর্ণকাঃ গুরবো দীর্ঘাঃ পূর্ব্ববর্ণাঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ প্রথমাক্ষরাণি গুরূণি ইত্যর্থঃ ভবন্তি ইতি অধ্যাহার্য্যম্, কবয়ঃ তাম্ ইন্দ্রবংশাং তন্নাম্নীং প্রচক্ষতে ব্যাচক্ষতে। বংশস্থবিলস্য চরণচতুষ্টয়ে আদ্যাক্ষরাণি যদি গুরূণি স্যুস্তদা সৈব ইন্দ্রবংশা নাম বৃত্তিরিতি ভাবঃ। ইত্যন্তা দ্বাদশাক্ষরপাদা বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োদশাক্ষরপাদাসু প্রভাবতীমাহ—যস্যামিতি। হে প্রিয়ে। দয়িতে! হে অমৃতরুতে! অমৃতমিব উজ্জীবকং রুতং ধ্বনির্যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। এতেন তব তর্জ্জনাদিরপি মাং তর্প-য়তীত্যায়াতম্। যস্যাং বৃত্তৌ প্রথমম্ আদ্যম্ অক্ষরদ্বয়ম্, অথ তুর্য্যং চতুর্থং, নবমং, তথা দশান্তিমং দশমসমীপবর্ত্তি একাদশমিত্যর্থঃ অন্ত্যং শেষভূতং ত্রয়োদশমিতি যাবৎ অক্ষরমিতি শেষঃ গুরু দীর্ঘং, এবঞ্চ যুগগ্রহৈঃ চতুর্ভির্নবভিশ্চাক্ষরৈঃ যতিরপি বিরতিরপি ভবতি সা ঈদৃশলক্ষণা প্রভাবতী লক্ষ্যতাং দৃশ্যতাং ত্বয়া অনুমীয়তামিতি শেষঃ। যস্যাং বৃত্তৌ প্রথম-দ্বিতীয়-চতুর্থ-নবমৈকাদশাক্ষরাণি গুরূণি অন্যানি লঘূনি, তথা চতুর্থে ত্রয়োদশে চ বিরামঃ সা প্রভাবতী নাম জ্ঞেয়া ॥ ৩৩ ॥

বৃত্তিতে বংশস্থবিলবৃত্তের চরণগুলির প্রথম বর্ণ গুরু হয়, তাহাকে কবিগণ ইন্দ্রবংশা বলেন। ৩২।

হে প্রিয়ে! হে অমৃতভাষিণি! যে বৃত্তিতে প্রথমাক্ষরদ্বয় ও চতুর্থ, নবম, দশান্তিম অর্থাৎ একাদশ, এবং প্রতিপাদের শেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ, অক্ষর গুরু হয়, অপিচ যদি চারি অক্ষরে ও তদপেক্ষায় নয় অক্ষরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি হয়, তবে তাহাকে প্রভাবতী বলিয়া জানিবে। ৩৪।

আদ্যঞ্চেত্ত্রিতয়মথাষ্টমং নবান্ত্যং,
দ্বৌ বর্ণৌ গুরু বিরতৌ সুভাষিতে! স্যাৎ!
বিশ্রামো ভবতি মহেশ-নেত্রদিগ্‌ভি-
র্বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি! প্রহর্ষিণী সা॥ ৩৪
আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেদ্ গুরু তচ্চতুর্থং,
যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্যমুপান্ত্যমন্ত্যম্!

প্রহর্ষিণীমাহ—আদ্যমিতি। ননু সুদতি! নম্বিতি অয়ীত্যাদিবৎ নাম বিশেষণ-বিশেষানভিধায়কঃ সম্বোধনপদম্। সুন্দরদশনে! হে সুভাষিতে! সুবচনে! আদ্যং ত্রিতয়ং ত্রয়ম্ আদিতঃ তৃতীয়াক্ষরং যাবৎ ত্রয়ো বর্ণাঃ ইত্যর্থঃ, অথ অনন্তরম্ অষ্টমং নবান্ত্যং নবমশেষভূতং দশমং চেৎ গুরু দীর্ঘং স্যাৎ, তথা বিরতৌ অবসানে পাদশেষে ইতি যাবৎ দ্বৌ বর্ণৌ দ্বাদশ-ত্রয়োদশৌ ইত্যর্থঃ গুরূ স্যাতামিতি বচনবিপরিণামেনান্বয়ঃ এবঞ্চ যদি মহেশনেত্রদিগ্‌ভিঃ ত্রিভিঃ দশভিশ্চ বর্ণৈঃ বিশ্রামঃ যতিঃ ভবতি সা প্রহর্ষিণী বিজ্ঞেয়া বোদ্ধব্যা। যস্যাঃ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়াষ্টম-দশম-দ্বাদশ-ত্রয়োদশবর্ণাঃ গুরবঃ অপরে চ লঘবঃ স্যুঃ যত্র চ তৃতীয়-ত্রয়োদশয়োর্যতিঃ সা প্রহর্ষিণী নাম বৃত্তিরিতি ভাবঃ ইত্যস্যা ত্রয়োদশাক্ষরপাদা বৃত্তিঃ॥ ৩৪॥

অথ চতুর্দ্দশাক্ষরপাদং বসন্ততিলকমাহ—আদ্যমিতি। হে ইন্দুবদনে। চন্দ্রমুখি! হে কান্তে! প্রণয়িনি! যত্র বৃত্তে আদ্যং প্রথমং দ্বিতীয়ম্ চতুর্থং চ অষ্টমং দশমান্ত্যম্ একাদশম্ উপান্ত্যম্ অন্ত্যসমীপস্থিতং ত্রয়োদশম্ অন্ত্যং চতুর্দ্দশং সর্ব্বত্র অক্ষরমিতি বিশেষ-মনুসংক্ষয়ং, চেৎ যদি গুরু দীর্ঘং স্যাদিত্যন্বয়ঃ, যদি চ অষ্টাভিঃ ততশ্চ ষড়্‌ভিঃ অর্থাৎ চতুর্দ্দশভিঃ

হে সুভাষিণি! হে সুদর্শনে! যদি আদ্য তিনটি অক্ষর ও তৎপর অষ্টম, দশম ও অন্ত্য অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ দ্বাদশ ত্রয়োদশ অক্ষর গুরু হয়, এবং তিন ও তদপেক্ষায় দশ অর্থাৎ ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি হয় তবে তাহাকে প্রহর্ষিণী জানিবে। ৩৪।

হে ইন্দুমুখি! হে কান্তে! যে বৃত্তিতে আদ্য, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম,

অষ্টাভিরিন্দুবদনে! বিরতিশ্চ ষড়্ভিঃ
কান্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি ॥ ৩৫
প্রথমমগুরুষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে!
তদনু চ দশমঞ্চেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈর্যত্র বালে! বিরামঃ,
সুকবিজন-মনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥ ৩৬

অক্ষরৈরিতি শেষঃ বিরতিশ্চ বিশ্রামশ্চ ভবেদিত্যধ্যাহার্য্যম্। তৎ তদা তৎ বৃত্তম্ উদ্দেশ্য-লিঙ্গভাগিত্বাৎ ক্লীবত্তা। বসন্ততিলকং বদন্তি কথয়ন্তি। যত্র আদ্য-দ্বিতীয়-চতুর্থাষ্টমৈকাদশত্রয়োদশচতুর্দ্দশাক্ষরাণি গুরূণি শিষ্টানি লঘূনি বিরামশ্চ অষ্টমচতুর্দ্দশয়োরক্ষরয়ো তদ্বৃত্তং বসন্ততিলকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিদ্ বিশ্রামমসহমানাঃ শেষপাদদ্বয়ং—"নেত্রাস্তুশৈর্বশিতকামমতঙ্গজেন্দ্রে, কান্তে বসন্ততিলকামিতি তাং বদন্তি॥" ইত্থং পঠন্তি। অয়মেব পাঠঃ সাধীয়ানিতি-মন্যামহে, যতঃ ছন্দোমঞ্জর্য্যাদাবপি বসন্ততিলকস্য যতিস্থাননির্দ্দেশ ইতি নোপলভামহে; তথাচ তত্রত্যলক্ষণং—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি ইয়মেকা চতুর্দ্দশাক্ষরপাদা বৃত্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

ইদানীং পঞ্চদশাক্ষরপাদাং মালিনীমাহ—প্রথমমিতি। হে কান্তে! কমনীয়ে। হে সুনেত্রে সুন্দরনয়নে! হে বালে তরুণি! সম্বোধনবাহুল্যং ছন্দোরক্ষার্থে। যত্র বৃত্তৌ প্রথমং ষট্কম্ আদিতঃ ষট্ বর্ণাঃ তদনু তৎপশ্চাৎ চেৎ যদি দশমং দ্বাদশান্ত্যং ত্রয়োদশম্ অগুরু হ্রস্বম্ বিদ্যতে ভবতি, যত্র চ গিরিভিঃ অষ্টাভিঃ অথ অনন্তরং তুরঙ্গৈঃ সপ্তভিশ্চ অক্ষরৈরিত্যর্থঃ ধরণিধরতুরঙ্গৈরিতি পাঠে ধরণিধরাঃ পর্ব্বতাঃ তুরঙ্গা অশ্বাঃ তৈঃ অষ্টভিঃ সপ্তভিশ্চ অক্ষরৈঃ বিরামঃ যতিঃ বিদ্যতে ইতি প্রথমপাদস্থক্রিয়াত্র অনুকৃষ্যা, সুকবিজনমনোজ্ঞা-শ্রেষ্ঠকবীনাং হৃদয়ঙ্গমা সা মালিনী মালিনীতি স্বনামধন্যা বৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা।

একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অক্ষর গুরু হয়, তাহাকে কবিগণ বসন্ততিলক বলেন। ৩৫।

হে কান্তে! অয়ি বালে! যে বৃত্তিতে প্রথম ছয় অক্ষর অগুরু অর্থাৎ হ্রস্ব থাকে, তৎপর দশম ও ত্রয়োদশ অক্ষরও যদি হ্রস্ব হয় এবং যাহাতে

সুমুখি ! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যাস্ততো দশমান্তিমঃ,
তদনু ললিতালাপে ! বর্ণৌ তৃতীয়-চতুর্থকৌ।
প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুরৎকনকপ্রভে !
যতিরপি রসৈর্বেদৈরশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ৩৭

যস্যাম্ আদ্যষড়ক্ষরং দশমং ত্রয়োদশকাক্ষরং লঘূনি অপরাণি গুরূণি যস্যাঞ্চ অষ্টমে পঞ্চদশে চ যতিঃ সা মালিনী। ইয়মেকা পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

অথাপ্রচলিতপ্রায়াং ষোড়শাক্ষরপাদাং বৃত্তিমতিক্রম্য সপ্তদশাক্ষরপাদাসু হরিণীমাহ— সুমুখীতি। হে সুমুখি সুবদনে ! হে ললিতালাপে, ললিতঃ মনোহরঃ আলাপঃ তানলয়াদি-যোগেন আরোহাবরোহাদিক্রমেণ চ রাগাদীনাং যথাযথপ্রদর্শনং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে সুন্দর-গানকারিণি ! অথবা মঞ্জুভাষিণি ! আলাপশব্দস্য বাক্যার্থত্বাৎ। হে স্ফুরৎকনকপ্রভে ! স্ফুরতাম্ উজ্জ্বলানাং কনকানাং স্বর্ণানাং প্রভেব প্রভা কান্তিঃ যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে স্বর্ণো-জ্জ্বলদ্যুতে ! প্রাচ্যাঃ পূর্ব্বাঃ আদ্যা ইতি যাবৎ পঞ্চ লঘবঃ হ্রস্বাঃ ভবন্তীত্যধ্যাহর্ত্তব্যং ততঃ তৎপশ্চাদ্দশমান্তিমঃ একাদশঃ, তদনু তদনন্তরঞ্চ তৃতীয়চতুর্থকৌ আদিতঃ পঞ্চানাং পূর্ব্বমেব লঘুত্ববিধানাৎ অন্তরঙ্গত্বাৎ একাদশস্তৃতীয়চতুর্থৌ বোধ্যৌ। তেন ত্রয়োদশচতুর্দ্দশাবিতি আয়াতং, বর্ণৌ লঘূ স্যাতামিত্যাহম, উপান্ত্যঃ অন্ত্যসমীপবর্ত্তী ষোড়শ ইত্যর্থঃ লঘুশ্চ স্যাৎ, পুনঃ ভূয়ঃ রসৈঃ ষড্‌ভিঃ বেদৈশ্চতুর্ভিঃ অশ্বৈঃ সপ্তভিশ্চ অক্ষরৈঃ যতিঃ বিশ্রামঃ অপি প্রভবতি প্রকর্ষেণ ভবতি সা হরিণী ইতি স্মৃতা হরিণীনামকত্বেন সংস্কারবিষয়ীভূতা কৃতেতি শেষঃ। যত্র আদ্যাঃ পঞ্চ একাদশত্রয়োদশচতুর্দ্দশষোড়শাশ্চ বর্ণাঃ লঘবঃ অপরে গুরবঃ স্যুঃ যত্র চ ষষ্ঠদশমসপ্তদশেষু যতির্ভবতি সা হরিণী ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাক্ষর ও তদপেক্ষায় সপ্তাক্ষরে অর্থাৎ পঞ্চদশাক্ষরে যতি হয়, তবে সুকবিজনমনোজ্ঞা সেই বৃত্তি মালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ জানিবে। ৩৬।

হে সুমুখি! অয়ি ললিতভাষিণি! হে প্রদীপ্তকনকপ্রভে! যাহাতে প্রথম পাঁচটি বর্ণ লঘু, তৎপর দশমাক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষর অর্থাৎ একাদশ অক্ষর ও তদপেক্ষায় অর্থাৎ দশমাক্ষর অপেক্ষায় তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অক্ষর এবং উপান্ত্য অর্থাৎ ষোড়শবর্ণ লঘু হয় এবং যেখানে ছয়, চারি ও সাত অক্ষরে যতি হয়, সেই বৃত্তি হরিণী বলিয়া কথিত হয়। ৩৭।

যদি প্রাচ্যো হ্রস্বস্তুলিতকমলে ! পঞ্চ গুরব-
স্ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতি-সুকুমারাঙ্গি ! লঘবঃ ।
ত্রয়োঽন্ত্যে চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনে ভোগ-সুভগে !
রসৈ রুদ্রৈর্যস্যাং ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥ ৩৮

শিখরিণীমাহ—যদীতি। হে তুলিতকমলে ! তুলিতম্ অর্থাৎ মুখেন সমীকৃতং কমলং পদ্মং যয়া তৎসম্বোধনে। হে বদনেন কমলোপমে ! হে প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি ! প্রকৃত্যা স্বভাবেন ন তু উপায়ান্তরৈঃ কৃতানীত্যর্থঃ, সুকুমারাণি মৃদূনি অঙ্গানি যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। হে স্বতঃ কোমলগাত্রি ! হে সুতনুজঘনে ! সু শোভনা কোমলেতি ভাবঃ তনুঃ ত্বক্ যয়োঃ তে সুতনুনী তথাবিধে জঘনে উরূ যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, হে মৃদুত্বগন্বিতজঘনে ! অয়মেবার্থঃ সাধীয়ান্, ন পুনঃ শোভনে তনুঃ শরীরং জঘনে চ যস্যা ইতি, তথা সতি তনুত্বাভেদেন জঘনেপাদানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। হে ভোগসুভগে ! ভোগেন কামোপভোগেন সুভগা সুন্দরী তৎসম্বোধনে, হে সম্ভোগরম্যে ! অত্র 'সুতনু জঘনাভোগসুভগে' ইতি পাঠান্তরম্। তদর্থঃ স্পষ্ট এব। যদি প্রাচ্যঃ আদ্যো বর্ণঃ হ্রস্বঃ স্যাদিত্যাদিক্রিয়া সর্বত্র যথাযোগ্যমূহনীয়া। পঞ্চ তদনন্তরমিতি শেষঃ বর্ণাঃ গুরবঃ স্যুঃ ততঃ তৎপশ্চাৎ পঞ্চ বর্ণাঃ লঘবঃ উপান্ত্যাৎ অন্তসমীপপূর্ববর্তিনঃ অন্ত্যে অপরে ত্রয়ঃ বর্ণাঃ চতুর্দশপঞ্চদশষোড়শাঃ ইত্যর্থঃ লঘবঃ স্যুঃ যস্যাং চ রসৈঃ ষড়্ভিঃ রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ অক্ষরৈঃ বিরতিঃ যতির্ভবতি তদা সা শিখরিণী তন্নাম্নী বৃত্তিঃ স্যাৎ। অত্র প্রায়েণ গুরূণাং লঘূনাঞ্চ বর্ণানাং সমতয়া উভয়বিধবর্ণানুপাদায়ৈব লক্ষণং কৃতমিত্যবধেয়ম্। যত্র দ্বিতীয়াদ্যাঃ পঞ্চ, দ্বাদশত্রয়োদশ-সপ্তদশাশ্চ বর্ণা গুরবঃ অপরে লঘবঃ স্যুঃ, যত্র চ ষষ্ঠে সপ্তদশে চ অক্ষরে যতিঃ সা শিখরিণী নাম বৃত্তিঃ। ইত্যন্তা সপ্তদশাক্ষরপাদা বৃত্তিঃ ॥ ৩৮ ॥

হে স্বভাবকোমলাঙ্গি ! অয়ি তুলিতকমলে ! হে সুতনু ! হে জঘনা-ভোগসুভগে ! যে বৃত্তিতে প্রথম হ্রস্ববর্ণ লঘু তৎপর পাঁচটি বর্ণ গুরু, তারপর পাঁচটি বর্ণ লঘু, ও অন্ত্য বর্ণের পূর্বে তিনটি বর্ণ লঘু হয়, এবং ছয় অক্ষরে আর একাদশ অক্ষরে যতি হয়, সেই বৃত্তিকে শিখরিণী

দ্বিতীয়মলিকুন্তলে! গুরু ষড়ষ্টমদ্বাদশং
চতুর্দ্দশমথ প্রিয়ে! গুরু গভীরনাভিহ্রদে!
সপঞ্চদশমন্তিমং তদনু যত্র কান্তে! যতি-
র্গিরীন্দ্রফণভৃৎকুলৈর্ভবতি সুভ্রু! পৃথ্বীতি সা॥ ৩৯
চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু! গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌ চে-
ন্মুগ্ধে! বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি! দ্বাদশান্ত্যৌ।

পৃথ্বীমাহ—দ্বিতীয়মিতি। হে অলিকুন্তলে! অলির্ভ্রমরঃ স ইব কুন্তলঃ কেশঃ যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, সাম্যমত্র কৃষ্ণত্বমুপাদায়। হে ভ্রমরকেশি! হে গভীরনাভিহ্রদে! গভীরঃ অতলস্পর্শঃ নাভিহ্রদঃ যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে গভীরনাভে। হে প্রিয়ে প্রণয়িনি! হে কান্তে মনোজ্ঞে। হে সুভ্রু! যত্র দ্বিতীয়ং ষড়ষ্টমদ্বাদশং ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশম্, অথ চতুর্দ্দশং তদনু সপঞ্চদশম্ পঞ্চদশেন সহ বর্ত্তমানম্ অন্তিমং শেষভূতং সপ্তদশমিত্যর্থঃ অক্ষরমিতিশেষঃ, গুরু দীর্ঘং ভবতি, যত্র চ গিরীন্দ্রফণভৃৎকুলৈঃ অষ্টভির্নবভিশ্চ যতিঃ বিরামঃ ভবতি সা বৃত্তিঃ পৃথ্বী ইতি কথিতেত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্। যত্র দ্বিতীয়ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশচতুর্দ্দশপঞ্চদশসপ্তদশান্যক্ষরাণি গুরূণি অপরাণি চ লঘূনি ভবন্তি, যত্র চ অষ্টমসপ্তদশাক্ষরৈর্যতিঃ সা পৃথ্বী। অত্র প্রথমার্দ্ধে "গুরু গুর্ব্বি"তি পুনরুক্তিঃ দৃশ্যতে তদ্দোষপ্রশমনায়াস্মাভিরিত্থং পন্থাঃ আবিষ্ক্রিয়তে—দ্বিতীয়-চরণে গুরুগভীরনাভিহ্রদ ইত্যেকং পদং, তথাচ গুরুঃ পার্শ্বে বিস্তৃতঃ গভীরঃ অধোবিস্তৃতশ্চ নাভিরেব হ্রদো যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। নাভের্বিস্তৃতিঃ গভীরতা চ স্ত্রীণামলঙ্কার ইতি কাব্যাদিষূপলভ্যতে॥ ৩৯॥

মন্দাক্রান্তামাহ—চত্বার ইতি। হে সুতনু! সুগাত্রি! হে কুমুদামোদিনি! কুমুদস্য কৈরবস্য আমোদঃ সুগন্ধঃ বিদ্যতে যস্যাঃ তৎসম্বোধনে! হে কুমুদগন্ধবতি! কুমুদম্

হে নীলকুন্তলে! হে প্রিয়ে! অয়ি গভীরনাভিহ্রদে! হে কান্তে! হে সুভ্রু! যে বৃত্তিতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, তৎপর চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও প্রতিপাদের শেষ অক্ষর, (ষোড়শাক্ষর) গুরু হয়, এবং অষ্টাক্ষর, ও তদপেক্ষায় নবাক্ষরে যতি হয়, সেই বৃত্তি পৃথ্বী নামে অভিহিত। ৩৯।

তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগ-রস-হয়ৈর্যত্র কান্তে! বিরামো,
মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি! তাং সঙ্গিরন্তে ॥ ৪০

আদ্যাশ্চেদ্ গুরবস্ত্রয়ঃ প্রিয়তমে! ষষ্ঠস্তথা চাষ্টমঃ,
সন্ত্যেকাদশতস্ত্রয়স্তদনু চেদষ্টাদশাদ্যৌ পরম্।

আমোদয়িতুম্ বদনেন চন্দ্রভ্রান্তিমাধায় চন্দ্রবুদ্ধ্যা হর্ষয়িতুং শীলং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, ইতি বা; হে মুগ্ধে মনোহরে! হে কান্তে কামিনি! তন্বি! কৃশে! প্রাক্ পূর্ব্বং চত্বারো বর্ণাঃ চেৎ যদি গুরবঃ দশৈকাদশৌ দ্বৌ বর্ণৌ যদি গুরূ তদনু দ্বাদশান্ত্যৌ দ্বাদশাক্ষরাৎ পরবর্ত্তিনৌ ত্রয়োদশচতুর্দ্দশৌ ইত্যর্থঃ, গুরূ স্যাতাম্। অন্ত্যৌ শেষভূতৌ ষোড়শসপ্তদশৌ চ অপি তদ্বৎ পূর্ব্ববদেব যত্র গুরূ স্যাতাম্। যুগরসহয়ৈঃ যুগৈশ্চতুর্ভিঃ রসৈঃ ষড়্ভিঃ হয়ৈঃ সপ্তভিশ্চ বিরামঃ বিরতিঃ ভবেদিতি শেষঃ। তদা ইত্যধ্যাহারেণ অন্বয়ঃ প্রবরকবয়ঃ কবিশ্রেষ্ঠাঃ তাং মন্দাক্রান্তাং সঙ্গিরন্তে প্রতিজানতে, ইয়মেব মন্দাক্রান্তেত্যভ্যুপগচ্ছন্তীত্যর্থঃ সমঃ প্রতিজ্ঞায়ামিতি সংগিরতেরাত্মনেপদমত্র। যত্র প্রথমে চত্বারো বর্ণাঃ দশৈকাদশত্রয়োদশচতুর্দ্দশপঞ্চদশষোড়শাশ্চ গুরবঃ যত্র চ চতুর্থদশমসপ্তদশাক্ষরেষু যতিঃ সা মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তিঃ ॥৪০॥

অষ্টাদশাক্ষরপাদাং পরিহৃত্য একোনবিংশত্যক্ষরপাদং শার্দ্দূলবিক্রীড়িতমাহ—আদ্যাশ্চেদিতি। হে প্রিয়তমে! অতিশয়েন প্রিয়ে! হে পূর্ণেন্দুবিম্বাননে! পূর্ণেন্দোঃ পার্ব্বণচন্দ্রস্য বিম্বং মণ্ডলম্ ইব আননং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে, হে পূর্ণচন্দ্রাননে! চেৎ যদি আদ্যাঃ প্রথমে ত্রয়ঃ বর্ণাঃ গুরবঃ সন্তি ভবন্তি তথা ষষ্ঠঃ অষ্টমশ্চ গুরূ তদনু চেৎ একাদশতঃ একাদশাক্ষরাৎ

হে সুতনু! হে মুগ্ধে! হে কুমুদামোদিনি! হে কান্তে! হে তন্বি! যদি প্রথম, চারি অক্ষর গুরু হয় ও দশম একাদশ এই দুই বর্ণ এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, উপান্ত্য (ষোড়শ), ও অন্ত্য (সপ্তদশ) অক্ষর গুরু হয়, আর চার ছয় ও সাত অর্থাৎ চতুর্থ দশম ও সপ্তদশ অক্ষরে যতি হয়, কবিশ্রেষ্ঠগণ তাহাকে মন্দাক্রান্তা বলেন। ৪০।

হে প্রিয়তমে! হে পূর্ণেন্দুবিম্বাননে! যদি প্রথম তিনটি বর্ণ এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম, তৎপর একাদশ হইতে তিনটি ১২শ ১৩শ ১৪শ তৎপর

মার্ত্তণ্ডৈর্ম্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিম্বাননে !
তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৪১

চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ, ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি,
দ্বৌ তদ্বৎ ষোড়শাদ্যৌ, মৃগমদতিলকে !,
ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যৌ।
রম্ভাস্তম্ভোরু ! কান্তে ! মুনি-মুনি-মুনিভি-
র্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো,
বালে ! বন্দ্যৈঃ কবীন্দ্রৈঃ, সুতনু ! নিগদিতা,
স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥ ৪২

ইতি মহাকবি-কালিদাস-কৃতঃ
শ্রুতবোধঃ সমাপ্তঃ।

পরে ত্রয়ঃ দ্বাদশত্রয়োদশচতুর্দ্দশাঃ গুরবঃ তথা অষ্টাদশাদৌ অষ্টাদশস্য আদ্যৌ আদিভূতৌ ষোড়শসপ্তদশৌ গুরূ ভবতঃ, যত্র চ মার্ত্তণ্ডৈঃ দ্বাদশভিঃ মুনিভিঃ সপ্তভিশ্চ অক্ষরৈঃ বিরতিঃ বিরামঃ কাব্যরসিকাঃ কাব্যকুশলাঃ তদ্বৃত্তং শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং প্রবদন্তি কথয়ন্তি। যত্র আদ্যাস্ত্রয়ঃ ষষ্ঠাষ্টমৌ দ্বাদশত্রয়োদশচতুর্দ্দশাঃ ষোড়শসপ্তদশৌ এতে বর্ণাঃ গুরবঃ স্যুঃ অপরে লঘবঃ তং শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং নাম বৃত্তম্ ঊনবিংশত্যক্ষরপাদায়াং-বৃত্তৌ ইয়মেকৈবাত্র বৃত্তিঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি ॥ ৪১ ॥

পুনর্বিংশত্যক্ষরাং বিহায় একবিংশত্যক্ষরপাদাং স্রগ্ধরামাহ—চত্বার ইতি। হে মৃগমদ-তিলকে ! মৃগমদঃ কস্তূরী তেন তিলকং যস্যাঃ-তৎসম্বোধনে। হে রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে ! রম্ভা-

---

অষ্টাদশের আদি দুইটি (ষোড়শ সপ্তদশ) ও শেষ বর্ণ (ঊনবিংশ) গুরু হয়, আর দ্বাদশ ও সপ্ত অক্ষরে যতি হয়, তবে সেই বৃত্তকে কাব্যরসিকগণ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত বলেন। ৪১।

স্তম্ভঃ ইব কদলীবৃক্ষ ইব উরুকান্তিঃ জঘনশোভা যস্যাঃ তৎসম্বোধনং রম্ভাস্তম্ভাবিব যাবুরূ তাভ্যাং কান্তা মনোজ্ঞা তৎসম্বোধনং বা। হে বালে। তরুণি। হে সুতনু সুন্দরগাত্রি। যত্র চত্বারো বর্ণাঃ অক্ষরাঃ গুরবঃ প্রথমং ভবন্তীত্যধ্যাহার্যাম্, এবং সর্ব্বত্র। ষষ্ঠঃ অলঘুঃ সপ্তমোঽপি অলঘুঃ, ষোড়শাদৌ ষোড়শাক্ষরাৎ পূর্ব্বে চতুর্দ্দশপঞ্চদশাবিত্যর্থঃ। ষোড়শান্ত্যৌ ষোড়শস্য অন্তাভূতৌ দ্বৌ ইত্যনুষজ্যতে সপ্তদশাষ্টাদশৌ গুরূ ভবতঃ তথা অন্ত্যৌ অন্তাভূতৌ বিংশৈক-বিংশৌ দ্বৌ গুরূ ভবতঃ চেদ্ যদি মুনিমুনিমুনিভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ বিরামো যতিঃ দৃশ্যতে বন্দ্যৈঃ অর্চ্চনীয়ৈঃ কবীন্দ্রৈঃ সা প্রসিদ্ধা স্রগ্ধরা নিগদিতা কথিতা যত্র আদ্যাশ্চত্বারঃ ষষ্ঠসপ্তমৌ চতুর্দ্দশপঞ্চদশৌ সপ্তদশাষ্টাদশৌ বিংশৈকবিংশৌ চ গুরবঃ অপরে লঘবঃ যত্র চ সপ্তমচতুর্দ্দশৈকবিংশাক্ষরেষু যতিঃ সা স্রগ্ধরা নাম বৃত্তিরিতি শেষঃ। ইহৈব পুস্তকসমাপ্তেঃ গ্রন্থকর্ত্তা তত্রভবান্ কালিদাসঃ গ্রন্থস্য বহুলপ্রচারাদিকমভিসন্ধধানঃ স্রগ্ধরেতি নাম্না মঙ্গলান্ততাং প্রত্যপাদয়ৎ। তেন চাস্য প্রচারবাহুল্যম্ অধ্যেতৃশ্রোত্রোশ্চায়ুষ্মত্ত্বাদি-গুণ-সম্পত্তিঃ সমর্থিতা ভবতীতি শম্॥ ৪২॥

ইতি শ্রুতবোধব্যাখ্যা সমাপ্তা।

হে মৃগমদতিলকে! হে রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে! হে সুতনু! যে বৃত্তিতে প্রথম চারিটি বর্ণ গুরু হয় এবং ষষ্ঠ, সপ্তম, ও ষোড়শাক্ষরের আদি দুইটী ও অন্ত্য দুইটী অর্থাৎ ১৪শ, ১৫শ এবং ১৭শ, ১৮শ, আর শেষ দুইটী, অর্থাৎ ২০শ ও ২১শ বর্ণ, গুরু হয়, এবং প্রতি, ৭ সাত অক্ষরে যদি যতি হয়, তবে পূজনীয় কবিগণ কর্ত্তৃক, তাহা স্রগ্ধরা, বলিয়া কথিত ও প্রসিদ্ধ হয়। ৪২।

সম্পূর্ণঃ।

পরিশিষ্টম্।

অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ।

(কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ)

ছন্দঃ প্রধানতঃ দুই প্রকার,—বৈদিক ও লৌকিক। লৌকিক-ছন্দঃ পিঙ্গলের মতে তিন প্রকার,—গণ-ছন্দঃ, মাত্রা-ছন্দঃ ও বর্ণ-ছন্দঃ। 'বৃত্তরত্নাকর'-কর্ত্তা কেদার-ভট্ট ও 'ছন্দোমঞ্জরী'-কর্ত্তা গঙ্গাদাসের মতে লৌকিক-ছন্দঃ দুই প্রকার,—বৃত্ত ও জাতি। বর্ণ-ছন্দের নাম 'বৃত্ত' এবং মাত্রা-ছন্দের নাম 'জাতি'।

এখন দেখা যাউক, অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ কি? অনুষ্টুপ্ বর্ণ-ছন্দঃ; ইহা অষ্টাক্ষরা বৃত্তি। অনুষ্টুপ্ দুই প্রকার। ইহা কখনও সমবৃত্ত, কখনও বা অর্দ্ধসম-বৃত্ত ও বিষম-বৃত্ত হইয়া থাকে। যখন ইহা সমবৃত্ত হয়, তখন চিত্রপদা, মাণবক, বিদ্যুন্মালা, সমানিকা, প্রমাণিকা, গজগতি প্রভৃতি ছন্দঃ ইহার অন্তর্গত। যখন ইহা অর্দ্ধসম-বৃত্ত বা বিষম-বৃত্ত হয়, তখন যাবতীয় 'বক্ত্র-ছন্দঃ' ইহার অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। শেষোক্ত-প্রকার অনুষ্টুপ্‌কে কেহ কেহ বক্ত্র, কেহ কেহ বা অনুষ্টুপ্-বক্ত্রও বলিয়া থাকেন।

সমবৃত্ত অনুষ্টুপ্ অতি সরল, কারণ ইহার প্রত্যেক চরণে একরূপ গণই থাকে। অর্দ্ধসম ও বিষম-বৃত্ত অনুষ্টুপ্ অপেক্ষাকৃত দুরূহ। শেষোক্ত প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অনুষ্টুপ্ 'সাধারণ-নাম' মাত্র। ইহা দ্বাদশ-প্রকার; যথা,- (১) বক্ত্র, (২) পথ্যা-বক্ত্র, (৩) বিপরীত-পথ্যাবক্ত্র, (৪) চপলা-বক্ত্র, (৫) বিপুলা-

বক্ত্র ও জ-বিপুলা-বক্ত্র, (৬) ভ-বিপুলা-বক্ত্র, (৭) র-বিপুলা-বক্ত্র, (৮) ন-বিপুলা-বক্ত্র, (৯) ত-বিপুলা-বক্ত্র, (১০) ম-বিপুলা-বক্ত্র, (১১) স-বিপুলা-বক্ত্র, (১২) সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র। প্রত্যেক ছন্দের প্রকৃতি দেখাইবার পূর্ব্বে ১০টী গণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শন করা উচিত :—

"মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ॥"
"গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।"

ইহার অর্থ :—ম = ত্রিগুরু, ন = ত্রিলঘু ; ভ = আদিগুরু ; য = আদি-লঘু ; জ = গুরুমধ্য ; র = লঘুমধ্য ; স = অন্তগুরু ; ত = অন্তলঘু ; গ = একটী গুরু ; ল = একটী লঘু।

"ন প্রথমাৎ স্নৌ" (পিঙ্গল ৫।১০)। "দ্বিতীয়চতুর্থয়ো রশ্চ" (পিঙ্গল ৫।১১)। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন পাদেরই প্রথম-বর্ণের পরে স-গণ কিংবা ন-গণ থাকিবে না, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রথম বর্ণের পরে র-গণও থাকিবে না। ইহাই উক্ত দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দে নিষেধ-বাক্য। কিন্তু মহাকবি-গণেরও প্রয়োগে এই নিষেধ-বাক্য রক্ষিত হয় নাই। যথা :—

(ক) "প্রজাগরাস্কৃকারাস্রৈরীহাস্বনিশমাপরাৎ।
প্রবিভয়াস্কারাসৌ কাকুৎস্থাদভিশঙ্কিতঃ॥" (ভট্টিঃ ৬।২)

(খ) "পনসচূতকুন্দাভা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কর্ম্ম বাক্ কর্ম্ম বাগপি॥" (উদ্ভটঃ)

(গ) "ঋগ্‌যজুষমধীয়ানান্ সামস্তাংশ্চ সমর্চ্চয়ন্।
বুভুজে সেবনাৎকৃত্বা শূন্যামুখ্যাঞ্চ হোমবান্॥" (ভট্টিঃ ৪।৯)

(ঘ) "সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি।" (লঘু-চাণক্যঃ ৬৪)

এখানে (ক) শ্লোকের তৃতীয়-পাদে "বিভয়া" এই স-গণ, (খ) শ্লোকের প্রথম-পাদে "নসচূ" এবং দ্বিতীয়-পাদে "ত্তমম" এই দুইটী ন-গণ, (গ) শ্লোকের প্রথম-পাদে "যজুষ" এই ন-গণ; এবং (ঘ) শ্লোকের চতুর্থ-পাদে "ত্বারিকু" এই র-গণ থাকায় পিঙ্গলের মতে ছন্দোদোষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে র-গণ রাখা নিষিদ্ধ, ইহা পিঙ্গলের মত। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্ট এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণ-ভট্ট বলেন যে, কাহার ও কাহারও মতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে র-গণ রাখা অনুচিত। ইহার অন্যতর টীকাকার রামচন্দ্র কবি-ভারতি, র-গণ রাখা উচিত কি অনুচিত, তৎসম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের প্রত্যেকটীর প্রকৃতি কিরূপ, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) বক্ত্রম্।

"য চতুর্থাৎ" (পিঙ্গল ৫।১৩)

পাদস্য চতুর্থাদ্ অক্ষরাদ্ ঊর্দ্ধং য-কারঃ প্রযোক্তব্যঃ" (হলায়ুধঃ)

যে অনুষ্টুপ্-কবিতায় প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকে, তাহাকে "বক্ত্র" বলে। যথা,—

"দুর্ভাষিতেঽপি সৌভাগ্যাং প্রায়ঃ প্রকুরুতে প্রীতিঃ।
মাতুর্মনো হরন্ত্যেব দৌর্ল্যালিত্যোক্তিভির্বালাঃ।" (হলায়ুধঃ)

বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্টও পিঙ্গলের মতানুসরণ করিয়া বক্ত্রের এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন :—

"অব্ধের্যোঽনুষ্টুভি খ্যাতম্।"

কিন্তু ছন্দোমঞ্জরী-কর্ত্তা গঙ্গাদাস, পিঙ্গলের নিয়ম অতিক্রম করিয়া বক্ত্রের এই লক্ষণ করিয়া দিয়াছেন :—

"বক্ত্রং যুগ্ভ্যাং মগৌ স্যাতামব্ধের্যোঽনুষ্টুভি খ্যাতম্।" (গঙ্গাদাসঃ)

অস্যার্থঃ,—"অনুষ্টুভি অষ্টাক্ষর-বৃত্তৌ যুগ্ভ্যাং সমপাদৌ প্রাপ্য (যবর্গে পঞ্চমী) মগৌ স্যাতাম্। সমপাদয়োঃ প্রথমং চত্বারো গুরবঃ ইত্যর্থঃ। অব্ধেঃ চতুর্থ-বর্ণাৎ পরং যঃ য-গণশ্চেৎ তদা বক্ত্রং নাম খ্যাতম্।"—(শিরোমণিঃ)

গঙ্গাদাসের মতে বক্ত্রের যুক্-পাদে প্রথম চারিটী বর্ণ গুরু থাকিবে; এবং প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকিবে।

উদাহরণম্ :—

"বক্ত্রাম্ভোজং সদা স্মেরং চক্ষুর্নীলোৎপলং ফুল্লম্।
বল্লবীনাং মুরারাতেশ্চেতোভৃঙ্গং জহারোচ্চৈঃ॥" (গঙ্গাদাসঃ)

(২) পথ্যা-বক্ত্রম্।

"পথ্যা যুজো জ্" (পিঙ্গল ৫।১৪)

"যত্র বক্ত্রে যুজঃ পাদস্য চতুর্থাদ্ অক্ষরাদ্ ঊর্দ্ধং জ-কারঃ প্রযুজ্যতে, তদ্ বক্ত্রং পথ্যা নাম। যস্য অপবাদঃ॥" (হলায়ুধঃ)

যে বক্ত্রে যুক্-পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, তাহাকে পথ্যাবক্ত্র বলে। এই পথ্যাবক্ত্র-ছন্দের অযুক্-পাদে যে য-গণ থাকিবে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা চাই। কারণ বক্ত্র-চ্ছন্দেই য-গণের থাকিবার কথা বলা হইয়াছে। উদাহরণ,—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥" (কালিদাসঃ)

মন্তব্য। দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের মধ্যে পথ্যাবক্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর। এই পথ্যাবক্ত্র-ছন্দঃ লইয়াই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই এই ছন্দে রচিত।

অনেকে মনে করেন যে, নিম্ন-লিখিত দুইটী শ্লোকে অনুষ্টুপ্-ছন্দেরই লক্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। ইহারা পথ্যাবক্ত্র-ছন্দেরই লক্ষণাক্রান্ত। যথা,—

(ক) "পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষনিয়মো মতঃ॥"

(খ) "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥"

(ক) শ্লোকের অর্থ এই,—সকল পাদেরই পঞ্চম বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু; এবং সমস্ত পাদেরই ষষ্ঠ বর্ণ গুরু। অবশিষ্ট ভাগে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই।

(খ) শ্লোকের অর্থ এই,—সকল পাদেরই ষষ্ঠ বর্ণ গুরু ও পঞ্চম বর্ণ লঘু; এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু, এতভিন্ন প্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তম বর্ণ গুরু হইয়া থাকে।

মন্তব্য। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, উক্ত দুইটী শ্লোকেরই ভাবার্থ একরূপ। বিশেষতঃ পথ্যাবক্ত্র-ছন্দের যে লক্ষণ, উক্ত দুইটী শ্লোকের প্রত্যেকটীরই সেই লক্ষণ। অতএব যে সকল কবিতা উক্ত দুইটী লক্ষণের অন্তর্ভূত, তাহাদিগকে 'অনুষ্টুপ্' না বলিয়া 'পথ্যাবক্ত্র' বলাই সঙ্গত। কারণ 'অনুষ্টুপ্' সাধারণ নাম, এবং 'পথ্যাবক্ত্র' বিশেষ নাম। বিশেষ নাম থাকিতে সাধারণ নাম গ্রহণ করা যুক্তি-যুক্ত নহে। ইহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, কালিদাস "শ্রুতবোধে" পদ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই যে, কোন পাদেরই প্রথম বর্ণের পরে স-গণ কিংবা ন-গণ থাকিবে না, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রথম বর্ণের পরে র-গণ থাকিবে না। বোধ হয়, স্ত্রীলোককে মোটামুটি বুঝাইবার জন্যই তিনি সংক্ষেপে কাজ সারিয়াছেন।

এইখানে একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

মহাশয়ের ধারণা আছে যে, যে সকল কবিতা "পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র" ও "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং" এই দুইটী শ্লোকের নিয়মের অন্তর্ভুত, তাহারা 'অনুষ্টুপ্' এবং তদ্ভিন্ন শ্লোক সকল 'পথ্যাবক্ত্র'। কিন্তু এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা।

(৩) বিপরীত-পথ্যাবক্ত্রম্।

"বিপরীতৈকীয়ম্" (পিঙ্গল ৫।১৪)

উক্তলক্ষণাদ্ (পথ্যাবক্ত্র-লক্ষণাদিত্যর্থঃ) বিপরীত-লক্ষণা একীয়-মতে পথ্যা ভবতি। অর্থাদ্ অযুক্পাদে চতুর্থাদ্ অক্ষরাৎ পরতো জ-কারঃ কর্ত্তব্যঃ, যুক্-পাদে য-কার এব অবতিষ্ঠতে। পথ্যাবক্ত্রের প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে। কিন্তু 'বিপরীত-পথ্যাবক্ত্র' এই নিয়মের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকে। উদাহরণ যথা,—

"বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।
পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ জগতঃ পিতরৌ বন্দে॥"

(৪) চপলা-বক্ত্রম্।

"চপলাহযুজো ন্" (পিঙ্গল ৫।১৬)

"অযুক্-পাদস্য যদা চতুর্থাদূর্দ্ধং ন-কারো ভবতি, যুক্-পাদে য এব অবতিষ্ঠতে, তদা 'চপলা' নাম সা অনুষ্টুব্-বক্ত্রম্।" (হলায়ুধঃ)

যখন অযুক্-পাদে চতুর্থ-বর্ণের পরে ন-গণ এবং যুক্-পাদে চতুর্থ-বর্ণের পরে য-গণ থাকে, তখন "চপলা-বক্ত্র" হইয়া থাকে। যথা,

"ক্ষীয়মাণাগ্রদশনা বক্ত্রনির্ম্মাংসনাসাগ্রা।
কন্যকা বাক্যচপলা ভবতে ধূর্ত্তসৌভাগ্যম্॥"

(৫) বিপুলা-বক্ত্রম্ সৈতব-জ-বিপুলা-বক্ত্রঞ্চ।

(ক) "বিপুলা যুগ্মঃ সপ্তমঃ" (পিঙ্গল ৫।১৭); (খ) "সর্ব্বতঃ সৈতবস্য" (পিঙ্গল ৫।১৮)

(ক) "য চতুর্থাদিত্যনেন সর্ব্বত্র য-কারে প্রাপ্তে যদা যুক্-পাদে সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি, তদা বিপুলা নাম।"—(হলায়ুধঃ)। সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি ইতি যুক্-পাদে চতুর্থাদূর্দ্ধং য-কার-স্থানে জ-কারো ভবতীত্যর্থঃ।

বক্ত্র-ছন্দে "য চতুর্থাৎ" এই যে সূত্র করা হইয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেক পাদেরই চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকিবার নিয়ম আছে; কিন্তু যখন বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "যুক্-পাদে সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি" তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, বিপুলা-ছন্দে যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে, অর্থাৎ য-কার-স্থানে জ-কার হইবে।

(খ) সৈতবস্য আচার্য্যস্য মতেন যুক্-পাদে অযুক্-পাদে চ সপ্তমো লকার এব কর্ত্তব্যঃ।

সৈতবাচার্য্যের মতে কি যুক্-পাদে কি অযুক্-পাদে সর্ব্বত্রই সপ্তম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ (গুরু-মধ্য) হইয়া থাকে।

উদাহরণ যথা,—

(১) "সৈতবেন পথাহর্ণবং তীর্ণো দশরথাত্মজঃ।
রক্ষঃক্ষয়করীং পুনঃ প্রতিজ্ঞাং স্বেন বাহুনা॥" (হলায়ুধঃ)

(২) "যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥" (মন্ত্র-ব্রাহ্মণে)

(৩) "অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ।
অর্য্যমা হস্তমগ্রহীদ্ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা॥" (মন্ত্র-ব্রাহ্মণে)

(৬) ভ-বিপুলা-বক্ত্রম্।

• "ভ্রৌ স্তৌ চ" (পিঙ্গল ৫।১৯)

"ভ্রৌ স্তৌ চ বিপুলানেকা বক্ত্রজাতিঃ সমীরিতা।" (অগ্নিপুরাণম্)

(ক) "অযুক্-পাদে যদা চতুর্থাদ্ অক্ষরাৎ পরতো য-কারং বাধিত্বা ভকার রেফ-নকার-তকারা বিকল্পেন ভবন্তি, তদাসৌ বিপুলা নাম। চকারাৎ মকার-সকারাভ্যামপি বিপুলোপাদিষ্টা। সর্ব্বাসাং বিপুলানাং চতুর্থো বর্ণঃ প্রায়েণ গুরুর্ভবতীত্যাম্নায়ঃ।" (হলায়ুধঃ)

(খ) "বিপুলায়াং যুক্-পাদে চতুর্থাদূর্দ্ধং য-কারং বাধিত্বা জ-কারো ভবতি, অযুক্-পাদে তু চতুর্থাদূর্দ্ধং য-কারং বাধিত্বা ভকার-রেফ-নকার-তকারাঃ বিকল্পেন ভবন্তি ; সৈতবস্য মতেন যুক্-পাদে অযুক্-পাদে চ চতুর্থাদূর্দ্ধং য-কারং বাধিত্বা জ-কারো ভবতি। পথ্যায়ান্তু যুক্-পাদে চতুর্থাদূর্দ্ধং জ-কারো ভবতি, অযুক্-পাদে য-কার এব অবতিষ্ঠতে, ইত্যেবং পথ্যাবিপুলয়োর্ভেদো বোধ্যঃ" (স্মৃতিতীর্থঃ)

(ক) বিপুলা-চ্ছন্দের অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে য-কার-স্থানে কখন কখন ভ-কার, রেফ, ন-কার বা ত-কার হইয়া থাকে। "ভ্রৌ স্তৌ চ" এই পিঙ্গল-কৃত সূত্রে "চ" এই পদ-দ্বারা ম-কার ও স-কার পাওয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন অনুষ্টুপ্-কবিতার যুক্-পাদে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে ভ-গণ, র-গণ, ন-গণ, ত-গণ, ম-গণ অথবা স-গণ থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম যথাক্রমে ভ-বিপুলা-বক্ত্র, র-বিপুলা বক্ত্র, ন-বিপুলা-বক্ত্র, ত-বিপুলা-বক্ত্র, ম-বিপুলা-বক্ত্র এবং স-বিপুলা বক্ত্র হইয়া থাকে। এই ষট্ প্রকার বিপুলার প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণ প্রায় গুরু হইয়া থাকে।

(খ) এখন দেখা যাউক, পথ্যাবক্ত্র ও বিপুলা বক্ত্রে প্রভেদ কি ? পথ্যাবক্ত্রের যুক্-পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ এবং অযুক্-পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকে ; কিন্তু বিপুলা-বক্ত্রের যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে

জ-গণ এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ, র-গণ, ন-গণ, ত-গণ ম-গণ, অথবা স-গণ থাকে। সৈতবাচার্য্যের মতে বিপুলা-বক্ত্রের প্রত্যেক পাদেরই চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিবে। পথ্যা-বক্ত্র ও বিপুলা-বক্ত্রের উদাহরণ। যথা,—

(১) "বটে বটে বৈশ্রবণশ্চত্বরে চত্বরে শিবঃ।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রামঃ সর্ব্বত্র মধুসূদনঃ॥" (হলায়ুধঃ)

(২) "যথা বশিষ্ঠাঙ্গিরসাবৃষী প্রাচেতসস্তথা।
জনকানাং রঘূণাঞ্চ বংশয়োরুভয়োর্গুরুঃ॥ (ভবভূতিঃ)

(৩) "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥" (বোপদেবঃ)

বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্ট ভ-বিপুলা-বক্ত্রের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন ঃ—

"ভেনাব্ধিতো ভাদ্বিপুলা" (কেদারভট্ট ২।৪৮)

"অব্ধিতঃ সমুদ্রাৎ চতুর্ভ্যঃ অক্ষরেভ্যঃ পরেণ ভেন ভ-গণেন ভাদ্বিপুল ভ-কারাৎ পরা বিপুলা নাম স্যাৎ।"—কবি-ভারতিঃ। তদ্ যথা ঃ—

"বিষাদী কপালকরঃ সদা রোগান্ন ত্যজতি।
শম্ভুপমঃ শক্রগণঃ পরাক্রমবাহুপতেঃ॥" (রামচন্দ্র কবি-ভারতিঃ)

বৌদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র কবি-ভারতি "বৃত্তরত্নাকরে"র অন্যতর টীকাকার। তিনি বৃত্তরত্নাকরের উপর্য্যুক্ত লক্ষণটীর ব্যাখ্যা উল্লিখিত প্রকারেই করিয়া এই কবিতাটী উদাহরণ-স্বরূপ দিয়াছেন। কবি-ভারতির মতে প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকিলে তবে ভ-বিপুলা বক্ত্র হয়। কিন্তু পিঙ্গল বলেন যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিলে, এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকিলে তবে ভ-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পিঙ্গল ও কবি-ভারতির মত সম্পূর্ন বিভিন্ন।

(৭) র-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ইত্থমন্যা রশ্চতুর্থাৎ" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।৪৯)

"চতুর্থাৎ বর্ণাৎ পরেণ ভ-গণেন যথা ভ-বিপুলা অভূৎ, ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ চতুর্থাৎ পরো রঃ র-গণশ্চেৎ, তদা অন্যা র-বিপুলা নাম স্যাৎ।" —কবি-ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে র-গণ থাকে, তাহা হইলে কবি-ভারতির মতে র-বিপুলা-বক্ত্র হয়। কিন্তু যদি যুক্-পাদে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে র-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে র-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে।

কবি-ভারতি-মতে র-বিপুলা—

"নাস্তি বস্তুং যন্ন বেৎসি দেহীতি চ যাচকে যম্।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি ত্বং ন তস্মাৎ পরাক্রমবাহুদেবঃ" (কবি-ভারতিঃ)

পিঙ্গল-মতে র-বিপুলা—

"মহাকবিং কালিদাসং বন্দে বাগ্দেবতাং গুরুম্।
যজ্জ্ঞানে বিশ্বমাভাতি দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ॥" (হলায়ুধঃ)

মন্তব্য। পিঙ্গলের মতে অন্যান্য বিপুলা-বক্ত্রও ঠিক এইরূপ ভাবেই চলিবে।

(৮) ন-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"নোঽম্বুধেশ্চেন্নবিপুলা।" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।৪৯)

"অম্বুধেঃ চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যঃ পরঃ নশ্চেৎ ন-গণশ্চেৎ, তদা ন-বিপুলা নাম ভবতি।"—কবি-ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহা হইলে কবি-ভারতির মতে ন-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি যুক্-পাদে

চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে ন-বিপুলা-বক্ত্র হয়। যথা,—

কবি-ভারতি-মতে ন-বিপুলা –

"উপকারায় বিদুষামসাধুনামপকৃতে।
জীয়াৎ পরাক্রমভুজো নরনাথো নিরুপমঃ॥ (কবি-ভারতিঃ)

পিঙ্গল-মতে ন-বিপুলা—

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকে ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥" (ভবভূতিঃ)

(৯) ত-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"তোঽব্ধেস্তৎপূর্ব্বাঽন্যা ভবেৎ।" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।১০)

"অব্ধেঃ চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যঃ পরঃ তঃ ত-গণশ্চেৎ, তদা তৎপূর্ব্বাঽন্যা ভবেৎ। সঃ ত-কারঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ সা তৎপূর্ব্বা ত-বিপুলা নাম স্যাৎ।"—কবি-ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ত-গণ থাকে, তাহা হইলে কবি-ভারতির মতে ত-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ত-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে ত-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। তদ্ যথা,—

কবি-ভারতি-মতে ত-বিপুলা :—

"পরাক্রমবাহো প্রভো প্রবিবর্ত্তি তে সর্ব্বদা।
কীর্ত্তিলতেয়ং প্রাণিনাং ক্লেশহানয়ে সৎকলম্॥" (কবি-ভারতিঃ)

পিঙ্গল-মতে ত-বিপুলা :—

"বন্দে কবিং শ্রীভারবিং লোকসন্তমসচ্ছিদম্।
দিবাদীপা ইবাভান্তি যস্যাগ্রে কবয়োঽপরে॥" (হলায়ুধঃ)

(১০) ম-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"অযুক্-পাদ-দ্বয়ে চতুর্থাদূর্দ্ধং ম-কারস্থ যুক্-পাদে তথা জ-কারস্থ চ সত্ত্বাৎ ম-বিপুলা।"

অযুক-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ম-গণ এবং যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিলে ম-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে।

মন্তব্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর ও তাঁহার টীকাকার কবি-ভারতি ম-বিপুলার উল্লেখ করেন নাই।

পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলা :—

"ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।
বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্॥" (ভবভূতিঃ)

"অটাট্যমানোহরণ্যানীং সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বলাদ্ বুভুক্ষুণোৎক্ষিপ্য জহ্রে ভীমেন রক্ষসা॥" (ভট্টিঃ)

(১১) স-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"অযুক্-পাদ-দ্বয়ে চতুর্থাদূর্দ্ধং স-কারস্থ যুক্-পাদে তথা জ-কারস্থ চ সত্ত্বাৎ স-বিপুলা।"

মন্তব্য। পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলার ন্যায় স-বিপুলাও হইতে পারে। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর ও তাহার টীকাকার কবি-ভারতি স-বিপুলার কথা উল্লেখ করেন নাই।

পিঙ্গলের মতে স-বিপুলা :—

"জিতে তু লভতে লক্ষ্মীং মৃতে চাপি বরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিনি কায়ে কা চিন্তা মরণে রণে॥" (হলায়ুধঃ)

তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং তদ্ দ্বিজেহর্পয়েৎ।
ভারতে পর্ব্বসমাপ্তৌ বস্ত্র-গন্ধ-স্রগাদিভিঃ॥" (অগ্নিপুরাণম্)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এবং "কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা' এই দুইটী শ্লোকাংশে ছন্দোরক্ষার্থ ব্যাকরণ-দোষ রহিয়াছে। 'বসতে' ও 'কুপ্যতে' না করিয়া 'বসতি' ও 'কুপ্যতি' পাঠ করিলেও ব্যাকরণ ঠিক থাকে, এবং পিঙ্গল, হলায়ুধ ও অগ্নি-পুরাণের মতে ছন্দও ঠিক থাকিয়া যায়।

(১২) সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ইত্যাদয়ো বিপুলা বিকল্পাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ অনুকোটিশঃ কাব্যেষু দৃশ্যন্তে।" (হলায়ুধঃ)

বিপুলা-বক্ত্র নানাবিধ। সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রও বহুবিধ; অনেকানেক কাব্যে তাহাদের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি যুক-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে বিভিন্ন গণ থাকে, তবে সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র হয়।

সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রের-উদাহরণ :—

"ক্বচিৎ কালে প্রসরতা ক্বচিদাপত্য বিম্নতা।
শুনেব সারঙ্গকুলং ত্বয়া ভিন্নং দ্বিষাং কুলম্।" (হলায়ুধঃ)

প্রথম-পাদে চতুর্থাদূর্দ্ধং ন-কারস্য সত্বাৎ, তৃতীয়-পাদে চতুর্থাদূর্দ্ধং ভ-কারস্য সত্বাচ্চ গণদ্বয়ঘটিতবিপুলাত্বাৎ সঙ্কীর্ণ-বিপুলেয়ম্ ইতি বোধ্যম্।

উক্ত কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে জ-গণ থাকায় এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদে যথাক্রমে ন ও ভ এই দুই বিভিন্ন গণ থাকায় ইহা সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র হইল।

আর্য্যা-চ্ছন্দঃ

(কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্য-রত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ)

ছন্দঃ প্রধানতঃ দুই প্রকার,—বৈদিক ও লৌকিক। লৌকিক-চ্ছন্দঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—বর্ণ-চ্ছন্দঃ ও মাত্রা-চ্ছন্দঃ। আর্য্যা-চ্ছন্দঃ মাত্রা-চ্ছন্দেরই অন্তর্গত।

মাত্রা-চ্ছন্দঃ 'বেদে' দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সংস্কৃত-সঙ্গীত-রচনায় ও পত্রাদি-লেখনেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'গীত-গোবিন্দ', 'গীতাবলী' 'আর্য্যা-সপ্তশতী' প্রভৃতি গ্রন্থ মাত্রা-চ্ছন্দেই রচিত। মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত "মহাভারতেও" আর্য্যা-চ্ছন্দের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

"জন্ম শ্বপাকমধ্যে, মমাস্তু হরিচরণবন্দনরতস্য।
মা চানীশ্বরভক্তে, ভবানি ভবনেঽপি শক্রস্য॥

এই একটী-মাত্র আর্য্যা-চ্ছন্দের কবিতা সমগ্র মহাভারতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমদ্-ভাগবতেও আর্য্যা-চ্ছন্দের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, আর্য্যা-চ্ছন্দঃ কয় ভাগে বিভক্ত এবং ইহার প্রকৃতি কিরূপ? কেহ কেহ কহেন, আর্য্যা-চ্ছন্দঃ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ; অন্য কেহ কেহ বলেন, ইহা চারি ভাগে বিভক্ত,—প্রথম-পাদ, দ্বিতীয়-পাদ, তৃতীয়-পাদ ও চতুর্থ-পাদ। আর্য্যা-চ্ছন্দে কবিতা লিখিতে হইলে ৪টী বিধি ও ২টী নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই ৪টী বিধি ও ২টী নিষেধ কি কি, তাহা পশ্চাদ্-ভাগে লিখিত হইতেছে।

মহর্ষি পিঙ্গলের বৃত্তিকার হলায়ুধ ৮০ প্রকার আর্য্যা-চ্ছন্দের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন "বৃত্তরত্নাকরের" টীকাকার নারায়ণ-ভট্ট আরও ১১ প্রকার আর্য্যা-চ্ছন্দের নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আর্য্যা-চ্ছন্দ সর্ব্বশুদ্ধ ৯১ প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ যথাসম্ভব ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

আর্য্যা-চ্ছন্দের স্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে 'মাত্রা' সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। বর্ণ-চ্ছন্দে যেমন ৩টী অক্ষরে এক একটী 'ত্রিকল'-গণ হয়, মাত্রা-চ্ছন্দে সেরূপ ৪টী মাত্রায় এক একটী 'চতুষ্কল'-গণ হইয়া থাকে। আর্য্যা-চ্ছন্দে পঞ্চ-প্রকার চতুষ্কল-গণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—(১) সর্ব্বগুরু (।।); (২) অন্ত-গুরু (।।।); (৩) মধ্য-গুরু (।।।); (৪) আদি-গুরু (।।।; (৫) সর্ব্ব-লঘু (।।।।)। এতদ্ভিন্ন 'ল' বলিলে একটী লঘু (১ মাত্রা) এবং 'গ' বলিলে একটী গুরু (২ মাত্রা) বুঝিতে হইবে। 'খ' বলিলে 'সর্ব্ব-লঘু' বুঝায়।

(১) পথ্যার্য্যা।

ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবিদ্-গণ 'পথ্যার্য্যা'-সম্বন্ধে যে যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) 'স্বরা অর্দ্ধঞ্চার্য্যার্দ্ধম্' (পিঙ্গল ৪।১৪)। (২) অত্রাযুগ্ন জ্ (পি ৪।১৫)। (৩) ষষ্ঠো জ্ (পি ৪।১৬)। (৪) ন্লৌ বা (পি ৪।১৭)। (৫) ন্লৌ চেৎ পদং দ্বিতীয়াদি (পি ৪।১৮)। (৬) সপ্তমঃ প্রথমাদি (পি ৪।১৯)। (৭) অন্ত্যে পঞ্চমঃ (পি ৪।২০)। (৮) ষষ্ঠশ্চ ল্ (পি ৪।২১)

"লক্ষ্মৈতৎ সপ্তগণা, গোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ।
ষষ্ঠো জশ্চ নলঘু বা, প্রথমেহর্দ্ধে নিয়তমার্য্যায়াঃ॥
ষষ্ঠে দ্বিতীয়লাৎ পরকে, ন্লে মুখলাচ্চ সযতিপদনিয়মঃ।
চরমেহর্দ্ধে পঞ্চমকে, তস্মাদিহ ভবতি ষষ্ঠো লঃ॥"

(কেদারভট্টো গঙ্গাদাসশ্চ)

পিঙ্গল, কেদার-ভট্ট ও গঙ্গাদাস কৃত আর্য্যা-চ্ছন্দের যে সকল নিয়ম উপরি-ভাগে প্রদত্ত হইল, তাহাদের একরূপই ফলিতার্থ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, আর্য্যা-চ্ছন্দে ৪টী বিধি ও ২টী নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই সকল বিধি ও নিষেধ কি, তাহা পর্য্যায়ক্রমে নিম্ন-ভাগে প্রদত্ত হইল :—

১। বিধি।

(ক) প্রথম-বিধি মাত্রা-রক্ষা।

আর্য্যা-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৮ মাত্রা ও ১৫ মাত্রা থাকে।

(খ) দ্বিতীয়-বিধি গণ-রক্ষা।

আর্য্যা-ছন্দের প্রথমার্দ্ধে ৭টী 'চতুষ্কল' গণ (২৮ মাত্রা) এবং সর্ব্বশেষে একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকে। সর্ব্বশেষে একটী গুরুবর্ণ না রাখিয়া দুইটি লঘুবর্ণ রাখিলে ক্ষতি নাই। প্রথমার্দ্ধের ৬ষ্ঠ গণ যেন জ-গণ (গুরু-মধ্য) অথবা চতুর্লঘু হয়। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৬ষ্ঠ গণ যাহাতে একটীমাত্র লঘুবর্ণ হইতে পারে, তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এই কয়েকটী বিষয়েই প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের পার্থক্য থাকে। অবশিষ্ট বিষয়ে সমস্তই সমান। প্রয়োজন হইলে, প্রথমার্দ্ধের ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে একটী লঘুবর্ণকে (এক মাত্রাকে) গুরুবর্ণ (দুই মাত্রা) বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু একটি গুরুবর্ণকে (দুই মাত্রাকে) লঘুবর্ণ (এক মাত্রা) বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(গ) তৃতীয়-বিধি যতি-রক্ষা।

"পূর্ব্বার্দ্ধে ষষ্ঠো জঃ, খো (সর্ব্বলঘুঃ) বা খে চাস্য লঘুনি ভবতি যতিঃ।
ষষ্ঠঃ খপরোঽত্র ক্ষতি, অর্য্যোঽপাথ ভবতি চরমদলে।" (ছন্দোমাণিক্যকারঃ)

"ষষ্ঠে দ্বিতীয়মাত্রায় লমেবারভ্যতে পদম্।
সপ্তমে নে পুনর্ম্মুখ্যং পূর্ব্বার্দ্ধেঽসৌ যতিঃ স্মৃতা॥
পদমারভ্যতে নিত্যং গৃহীত্বা প্রথমং লঘু।
পঞ্চমে নে বুধৈরেবং চরমার্দ্ধে স্মৃতা যতিঃ॥"

(ক্ষেত্ররাজঃ)

'যতি'-শব্দের অর্থ—'জিহ্বার ইষ্ট বিশ্রাম-স্থান'। যতি-রক্ষা করিবার নিয়ম এই :—

১। পূর্ব্বার্দ্ধে ৬ষ্ঠ গণ সর্ব্বলঘু (চতুর্লঘু) হইলে ১ম লঘুর পরেই যতি পড়িবে।

২। পূর্ব্বার্দ্ধে ৭ম গণ সর্ব্বলঘু (চতুর্লঘু) হইলে ৬ষ্ঠ গণের পরেই যতি পড়িবে।

৩। পরার্দ্ধে ৫ম গণ সর্ব্বলঘু (চতুর্লঘু) হইলে ৪র্থ গণের পরেই যতি পড়িবে।

(ঘ) চতুর্থ-বিধি পঠন-প্রণালী-রক্ষা।

"প্রথম-পাদঃ হংসপদবদ্ মন্থরং, দ্বিতীয়ঃ সিংহবিক্রমবদ্ উদ্ধতং, তৃতীয়ো গজেন্দ্রপদবৎ সলীলং, চতুর্থঃ সর্পগতিবৎ চপলং পঠ্যতে" (শিরোমণিঃ)। আর্য্যা-চ্ছন্দের প্রথম-পাদ হংসের ন্যায় মন্থর-ভাবে, দ্বিতীয়-পাদ সিংহের ন্যায় উদ্ধত-ভাবে, তৃতীয়-পাদ হস্তীর ন্যায় মৃদু-মন্দ-ভাবে, এবং চতুর্থ-পাদ সর্পের ন্যায় চঞ্চল-ভাবে পাঠ করিতে হইবে।

২। নিষেধ।

আর্য্যা-চ্ছন্দে ২টী নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়।

(ক) প্রথম নিষেধ।

"অত্রাযুঙ্ ন জ্" (পিঙ্গল ৪।১৫)

"অত্র আর্য্যা-চ্ছন্দসি অযুগ্ গণঃ প্রথমস্তৃতীয়ঃ পঞ্চমঃ সপ্তমশ্চ মধ্যগুরুর্ন কর্ত্তব্যঃ" (হলায়ুধঃ)।

আর্য্যা-চ্ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণ মধ্যগুরু (জ-গণ) হইবে না।

(খ) দ্বিতীয় নিষেধ।

আর্য্যা-চ্ছন্দে ৪টী মাত্রা লইয়া এক একটী গণ হইয়া থাকে। ইহাকেই

'চতুষ্কল' গণ বলা হয়। ৪টী মাত্রায় চতুষ্কল গণ না থাকিয়া ৫টী মাত্রায় 'পঞ্চকল' গণ থাকিলেই ছন্দঃ-পতন হইয়া যাইবে। নিম্নে ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল :—

"নূতনজলধররুচয়ে, গোপবধূটীদুকূল চৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায়, সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

(বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননস্য)

এই শ্লোকটীর ৩য় পাদে অর্থাৎ "তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায়" এই অংশটীতে 'নমঃ কৃষ্' এই দ্বিতীয়-গণ 'পঞ্চকল' হওয়ায় ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। ইহা শোধন করিতে হইলে "তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ" এইরূপ করা চাই। এইরূপ করিলে 'কৃষ্ণা' এই চতুষ্কল গণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে নৈয়ায়িক-কুল-পতি বিশ্ব-বিখ্যাত বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় একবার-মাত্র মুখ-ব্যাদান করিলে সহস্র সহস্র আর্য্যা-ছন্দের কবিতা বাহির হইয়া পড়িত, তিনি যে নিজ "ভাষা-পরিচ্ছেদের" একটী মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিতে গিয়া ছন্দোভঙ্গ করিবেন, ইহা মনে করিলেও মহাপাপ উপস্থিত হয়। পুঁথির দোষেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও সম্পাদিত করিয়াছেন, তাঁহারাও আর্য্যা-ছন্দে অজ্ঞতা-বশতঃ এইরূপ দুষ্ট পাঠ রাখিয়া গিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, 'পথ্যার্য্যা-চ্ছন্দঃ কাহাকে বলে। 'পথ্যার্য্যা'-চ্ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ এই :—

"ত্রিষু গণেষু পাদঃ পথ্যাঽদ্যে চ" (পিঙ্গল ৪।২২)

"ত্রিষ্বংশকেষু পাদো, দলয়োরাদ্যেষু দৃশ্যতে যস্যাঃ।
পথ্যেতি নাম তস্যা, শ্ছন্দোবিদ্ভিঃ সমাখ্যাতম্॥"

(কেদার-ভট্টঃ)

"প্রথমগণত্রয়বিরতি, র্দলয়োরুভয়োঃ প্রকীর্ত্তিতা পথ্যা"

(গঙ্গাদাসঃ)

যে আর্য্যা-ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে ৩টী চতুষ্কল গণ লইয়া এক একটী পাদ সমাপ্ত হয়, তাহাকে 'পথ্যার্য্যা' কহে। দ্বিতীয়-পাদের ৬ষ্ঠ গণে জ-গণের (গুরু-মধ্যের) উদাহরণ :—

"পথ্যাশী ব্যায়ামী, স্ত্রীষু জিতাত্মা নরো ন রোগী স্যাৎ।
যদি বচসা মনসা বা, দ্রুহ্যতি নিত্যং ন ভূতেভ্যঃ॥"

(হলায়ুধস্য)

দ্বিতীয়-পাদের ৬ষ্ঠ গণে চতুর্লঘু-গণের উদাহরণ :—

"মৃগমীনসজ্জনানাং, তৃণজলসন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্।
লুব্ধকধীবরপিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি॥"

(ভর্ত্তৃহরেঃ)

'পথ্যার্য্যা'-ছন্দ-সম্বন্ধে উপরি-ভাগে যে সকল বিধি ও নিষেধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সমস্তই এই শ্লোকটীতে সুরক্ষিত হইয়াছে। কোন স্থানে কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই।

এখানে একটী বিশেষ বক্তব্য বিষয় আছে। মহাকবি কালিদাস আর্য্যা (পথ্যার্য্যা) সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ-রূপে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। তিনি স্বীয় "শ্রুতবোধ"-নামক ছন্দোগ্রন্থে আর্য্যার (পথ্যার্য্যার) এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন :—

"যস্যাঃ পাদে প্রথমে, দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে, চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা॥"

(কালিদাসঃ)

এই আর্য্যা-ছন্দের উক্ত নিয়মটীর অর্থ এই :—যে ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৮ ও ১৫ মাত্রা থাকে, তাহাকে 'আর্য্যা-ছন্দঃ' কহে। মহর্ষি পিঙ্গল, অগ্নিপুরাণ, কেদার-ভট্ট, নারায়ণ-ভট্ট, রামচন্দ্র কবি-ভারতি, দামোদর-মিশ্র, গঙ্গাদাস—ইঁহাদের সকলেরই মতে "আর্য্যা"-ছন্দে মাত্রা, গণ ও যতি, এই তিনটী রক্ষা করিয়া

চলিতে হয়। বিশেষতঃ নিষেধ গুলিও মানিতে হয়; কিন্তু দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কালিদাস কেবল মাত্রার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তিনি গণ, যতি ও নিষেধের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কালিদাস স্বীয় "শকুন্তলা"-গ্রন্থে বহুসংখ্যক 'আর্য্যা'-চ্ছন্দের কবিতা দিয়াছেন। এই কবিতা-গুলিতে তিনি মাত্রা, গণ, যতি ও নিষেধগুলি যথাযথ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। "শ্রুতবোধ" খানি তিনি স্ত্রীলোকের নিমিত্তই রচনা করিয়াছিলেন। গণ, যতি ও নিষেধের কথা বলিলে পাছে গ্রন্থখানি জটিল হইয়া পড়ে এবং কোমল-মতি স্ত্রীলোকের পক্ষে দুর্বোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই, বোধ হয়, তিনি "শ্রুতবোধ"-গ্রন্থে গণ, যতি ও নিষেধের উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্রার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস 'পাকা ছেলে'। তিনি শকুন্তলার 'আর্য্যা-চ্ছন্দো-ঘটিত' শ্লোকে ভিতরে ভিতরে ঠিক মাত্রা, গণ, যতি ও নিষেধ বাক্য মানিয়া চলিয়াছেন, অথচ স্ত্রীলোককে বুঝাইবার জন্য কেবল মাত্রার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে আরও একটী বক্তব্য বিষয় আছে। কালিদাস যে উল্লিখিত কবিতায় 'আর্য্যা'-চ্ছন্দের লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের মতে 'আর্য্যা', কিন্তু পিঙ্গলের মতে তাহা 'জঘন-চপলা'। পরবর্ত্তী 'জঘন-চপলার' লক্ষণ ও উদাহরণ দেখিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

বর্ণ-চ্ছন্দঃ অপেক্ষা মাত্রা-চ্ছন্দঃ, বিশেষতঃ 'আর্য্যা'-চ্ছন্দঃ অত্যন্ত দুরূহ। 'বর্ণ-চ্ছন্দোভঙ্গ' হইলে তাহা শুনিবামাত্র ধরিতে পারা যায়, কিন্তু 'আর্য্যা-চ্ছন্দোভঙ্গ' হইলে তাহা সহজে ধরিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ "শ্রুতবোধের" লক্ষণানুসারে কেবল মাত্রার সাহায্যে 'আর্য্যা'-চ্ছন্দে কবিতা-রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করা ভ্রমাত্মক ও হাস্য-জনক। কোন এক প্রথিত-নামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—

"সাধু বিধাতুমশক্যং, যদি কৃত্যং যততে জনস্তথাপি।
শ্রমমিহ তেন সুদুর্গে, সারদারঞ্জনো বিতনোতি॥"

এই শ্লোকটীতে অনেকগুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ, প্রথমার্দ্ধে ৬ষ্ঠগণে 'তেজনস্' এই পঞ্চকল-গণ রহিয়াছে; এস্থানে জ-গণ অথবা চতুর্লঘু থাকা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'সারদা' ও 'রঞ্জনো' এই দুইটী পঞ্চকল-গণ রহিয়াছে; সুতরাং ৬ষ্ঠ গণই জন্মে নাই।

(২) আদি-বিপুলার্য্যা।

"বিপুলান্যা" (পি ৪।২৩)

"উল্লঙ্ঘ্য গণত্রয়মাদিমং শকলয়োর্দ্বয়োর্ভবতি পাদঃ।
যস্যাস্তাং পিঙ্গলনাগো বিপুলামিতি সমাখ্যাতি॥ (কেদার-ভট্টঃ)

"যস্যাঃ আর্য্যায়া অন্ত্যে অর্দ্ধে আদ্যে বা উভয়োর্ব্বা ত্রিষু গণেষু পাদো ন বিশ্রাম্যতি, সা আর্য্যা বিপুলা নাম।" (হলায়ুধঃ)

"পিঙ্গলনাগঃ শেষঃ তাং বিপুলামিতি সমাখ্যাতি বিপুলেতি ক্রূতে। তামিতি কাম্? যস্যা আর্য্যায়াঃ সকলয়োর্দ্বয়োঃ পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধয়োঃ আদিমং গণত্রয়মুল্লঙ্ঘ্য আদিভূতান্ ত্রীন্ গণান্ লঙ্ঘয়িত্বা 'চতুর্থে গণার্দ্ধে' 'দিমম্' ইত্যত্র পাদো ভবতি। (রামচন্দ্র কবি-ভারতিঃ)

এই দুইটী সূত্রেরই ফলিতার্থ একরূপ। এখন দেখা যাউক, 'বিপুলা'-চ্ছন্দঃ কি? যে আর্য্যা-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে, পরার্দ্ধে অথবা উভয়ার্দ্ধে প্রথম ৩টী গণের পরে 'যতি' না পড়িয়া চতুর্থ গণের মধ্যে যতি পড়ে, তাহাকে 'বিপুলার্য্যা' কহে।

"যস্যা আর্য্যায়া আদ্যে অর্দ্ধে ত্রিষু গণেষু পাদো ন বিশ্রাম্যতি, অপি তু চতুর্থগণার্দ্ধ এব বিরমতি, সা আর্য্যা 'আদি-বিপুলার্য্যা' নাম।" (হলায়ুধঃ)

'বিপুলার্য্যা' তিন প্রকার;—আদি-বিপুলা, অন্ত-বিপুলা ও উভয়-বিপুলা। যখন পূর্ব্বার্দ্ধে প্রথম ৩টী গণের পরে 'যতি' না পড়িয়া চতুর্থ গণার্দ্ধে যতি পড়ে, তখন ইহাকে 'আদি-বিপুলা' বলে। উদাহরণ:—

"স্নিগ্ধচ্ছায়ালাবণ্যলেপিনী কিঞ্চিদ্ অবনতঘ্রাণা।
মুখবিপুলা সৌভাগ্যং লভতে স্ত্রীত্যাহ মাণ্ডব্যঃ॥" (হলায়ুধঃ)

এই শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধে 'স্নিগ্ধচ্ছায়ালাব' এই প্রথম তিনটী চতুষ্কল গণ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ গণার্দ্ধে অর্থাৎ 'লাবণ্য' শব্দের অন্তে যতি পড়িয়াছে ও প্রথম পাদ সমাপ্ত হইয়াছে। এই হেতু ইহার নাম 'আদি-বিপুলার্য্যা'।

(৩) অন্ত-বিপুলার্য্যা।

"যস্যা আর্য্যায়া অন্ত্যে অর্দ্ধে ত্রিষু গণেষু পাদো ন বিশ্রাম্যতি, অপি তু চতুর্থগণার্দ্ধ এব বিরমতি, সা আর্য্যা 'অন্ত-বিপুলা' নাম।" (হলায়ুধঃ)

যে বিপুলার্য্যার পরার্দ্ধে প্রথম ৩টী গণের পরে 'যতি' না পড়িয়া ৪র্থ গণার্দ্ধে 'যতি' পড়ে, তাহাকে 'অন্ত-বিপুলার্য্যা' কহে। উদাহরণ :—

"চিত্তং হরন্তি হরিণীদীর্ঘদৃশঃ কামিনাং কলালাপৈঃ।
নীবীবিমোচনব্যাজকথিতজঘনা জঘনবিপুলা"॥ (হলায়ুধঃ)

এই শ্লোকটীর পরার্দ্ধে 'নীবীবিমোচনব্যা' এই প্রথম ৩টী চতুষ্কল-গণ অতিক্রম করিয়া ৪র্থ গণার্দ্ধে অর্থাৎ 'ব্যাজ' শব্দের অন্তে যতি পড়িয়াছে ও প্রথম-পাদ সমাপ্ত হইয়াছে। এই হেতু ইহার নাম 'অন্ত বিপুলার্য্যা' বা 'জঘন-বিপুলার্য্যা'।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
"অশ্বি-যম-দহন-কমলজ,-শশি-শূলভৃদদিতি-জীব-ফণি-পিতরঃ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
যোন্য-র্য্যম-দিনকৃৎ-ত্বষ্টৃ,-পবন-শক্রাগ্নি-মিত্রাশ্চ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
শক্রো নির্ঋতি তোয়ং বিশ্ববিরিঞ্চী হরি র্বসু র্বরুণঃ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
অজপাদোঽহির্ব্রধ্নঃ পূষা চেতীশ্বরা ভানাম্॥" (জ্যোতিষ-শাস্ত্রম্)

এই দুইটী শ্লোক-সম্বন্ধে একটী হাস্য-জনক গল্প আছে। স্থানাভাবে তাহা বলা হইল না। কোন কোন পণ্ডিত-মহাশয় সাধারণতঃ ইহাদিগকে পদ্যাকারে

পাঠ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহারা গদ্য নহে,—পদ্য। উক্ত দুইটী শ্লোকের প্রথমটীর ৩য় পাদে 'যোগ্য' হইতে 'ত্বষ্টৃ' এই শব্দের 'ত্ব' বর্ণ পর্য্যন্ত ৩টী চতুষ্কল-গণ (১২ মাত্রা) রহিয়াছে, কিন্তু এই ১২ মাত্রার পরে যতি না পড়িয়া 'ষ্টৃ'-বর্ণের পরে 'যতি' পড়িতেছে এবং পাদ-শেষ হইতেছে। সুতরাং ৪র্থ গণের মধ্যে 'যতি' পড়ায় ও পাদ-শেষ হওয়ায় প্রথম শ্লোকটীর ছন্দের নাম 'অন্ত-বিপুলার্য্যা' বা 'জঘন-বিপুলার্য্যা' হইল। দ্বিতীয় শ্লোকটীর ছন্দের নাম 'পথ্যার্য্যা'।

(৪) উভয়-বিপুলার্য্যা।

"যস্যা আর্য্যায়া উভয়োরর্দ্ধয়োঃ ত্রিষু গণেষু পাদো ন বিশ্রাম্যতি, অপি তু চতুর্থ-গণার্দ্ধ এব বিরমতি, সা আর্য্যা 'উভয়-বিপুলা' নাম"। (হলায়ুধঃ)

যে বিপুলার্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে প্রথম ৩টী গণের পরে 'যতি' না পড়িয়া ৪র্থ গণার্দ্ধে 'যতি' পড়ে, তাহাকে 'উভয়-বিপুলার্য্যা' কহে। উদাহরণ:—

"যা স্ত্রী কুচকলসনিতম্বমণ্ডলে জায়তে মহাবিপুলা।
গম্ভীরনাভিরতিদীর্ঘলোচনা ভবতি সা সুভগা।" (হলায়ুধঃ)

এই শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধে 'যা স্ত্রী কুচকলসনিত' এবং পরার্দ্ধে 'গম্ভীরনাভিরতিদী' এই প্রথম ৩টী চতুষ্কল-গণ অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে ৪র্থ গণার্দ্ধে অর্থাৎ 'নিতম্ব' শব্দের ও 'দীর্ঘ' শব্দের অন্তে 'যতি' পড়িয়াছে এবং প্রথম পাদ সমাপ্ত হইয়াছে। এই হেতু ইহার নাম 'উভয়-বিপুলার্য্যা'।

(৫) মুখ-চপলা পথ্যার্য্যা

"চপলা দ্বিতীয়চতুর্থৌ গ্মধ্যো জৌ।" (পিঙ্গল ৪।২৪)

"উভয়ার্দ্ধয়োর্জকারৌ দ্বিতীয়তুর্য্যৌ মধ্যগৌ যস্যাঃ।
চপলেতি নাম তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতং নাগরাজেন।" (কেদার-ভট্টঃ)

"দলয়োর্দ্বিতীয়তুর্য্যৌ গণৌ জকারৌ তু যত্র চপলা সা।"

(গঙ্গাদাসঃ)

"দ্বিতীয়-চতুর্থৌ গণৌ মধ্যগুরূ (।।।) ভবতঃ, প্রথমশ্চান্তগুরুঃ (।।।), তৃতীয়ো দ্বিগুরুঃ (।।), পঞ্চমশ্চাদিগুরুঃ (।।।), শেষং যথাপ্রাপ্তম্। এবং গকারয়োর্মধ্যে দ্বিতীয়-চতুর্থৌ জ-কারৌ ভবতঃ, সা আর্য্যা 'চপলা' নাম।"

(হলায়ুধঃ)

'চপলা'-ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ গণ মধ্যগুরু (জ-গণ), প্রথম গণ অন্তগুরু (স-গণ), তৃতীয় গণ দ্বিগুরু, পঞ্চম গণ আদিগুরু (ভ-গণ), অবশিষ্টগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ গণের প্রত্যেকের পূর্ব্বে ও পরে একটী করিয়া গুরুবর্ণ থাকিবে।

"পূর্ব্বে মুখপূর্ব্বা" (পি ৪।২৫)

"পূর্ব্বে অর্দ্ধে চপলা-লক্ষণং চেদ্ ভবতি, তদা সা আর্য্যা 'মুখচপলা' নাম।

(হলায়ুধঃ)।

যদি আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধে চপলা-লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে সেই আর্য্যার নাম 'মুখ-চপলা'।

"অত্র মুখ-জঘন-শব্দয়োঃ ক্রমেণ পূর্ব্বমুত্তরমর্থঃ। যথা শরীরস্য মুখং পূর্ব্বং জঘনং চোত্তরমতোঽত্রাপি ছন্দঃ-শাস্ত্রে আর্য্যাপূর্ব্বোত্তরার্দ্ধয়োঃ মুখজঘনত্বকল্পনা। আর্য্যোদাহরণেষু তু মুখজঘনাদিশব্দানাং পক্ষে প্রকৃতার্থোঽপি পরিগৃহ্যতে।"—শীলস্কন্ধমহাস্থবিরঃ।

এখানে 'মুখ'-শব্দের অর্থ 'পূর্ব্ব' এবং 'জঘন'-শব্দের অর্থ 'উত্তর'। শরীরের পূর্ব্ব-ভাগ মুখ এবং উত্তর-ভাগ জঘন, এইরূপ কল্পনাই এখানে করা হইয়াছে। আর্য্যার উদাহরণে মুখ ও জঘন শব্দের প্রকৃত অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে।

উদাহরণঃ—

"অতিদারুণা দ্বিজিহ্বা পরস্য মর্ম্মানুসারিণী কুটিলা।
দূরাৎ পরিহরণীয়া নারী নাগীব মুখচপলা। (হলায়ুধঃ)

(৬) মুখ-চপলাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"যস্যাশ্চ লোচনে পিঙ্গলে ভ্রুবৌ সঙ্গতে মুখং দীর্ঘম্।
বিপুলোন্নতাশ্চ দন্তাঃ কান্তাহসৌ ভবতি মুখচপলা।।" (হলায়ুধঃ)

(৭) মুখ-চপলান্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৮) মুখ-চপলোভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"বিপুলাভিজাতবংশোদ্ভবাপি রূপাতিরেকরম্যাপি।
নিঃসার্য্যতে গৃহাদ্ বল্লভাপি যদি ভবতি মুখচপলা।।" (হলায়ুধঃ)

(৯) জঘন-চপলা পথ্যার্য্যা।

"জঘনপূর্ব্বেতরত্র" (পিঙ্গল ৪।২৬)

"দ্বিতীয়ে অর্দ্ধে চপলালক্ষণঞ্চেদ্ ভবতি, সা আর্য্যা 'জঘনচপলা' নাম।"

(হলায়ুধঃ)

যে আর্য্যার পরার্দ্ধে চপলা-লক্ষণ থাকে, তাহাকে 'জঘন-চপলা' কহে।

উদাহরণ :—

"যৎপাদস্য কনিষ্ঠা, ন স্পৃশতি মহীমনামিকা বাপি।
সা সর্ব্বধূর্ত্তভোগ্যা, ভবেদবশ্যং জঘনচপলা।" (হলায়ুধঃ)

(১০) জঘন-চপলাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(১১) জঘন-চপলান্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"যস্যাঃ পাদাঙ্গুষ্ঠং, ব্যতীত্য যাতি প্রদেশিনী দীর্ঘা।
বিপুলে কুলে প্রসূতাপি, সা ধ্রুবং জঘনচপলা স্যাৎ॥" (হলায়ুধঃ)

(১২) জঘন-চপলোভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"মকরধ্বজসদ্মনি দৃশ্যতে, স্ফুটং তিলকলাঞ্ছনং যস্যাঃ।
বিপুলান্বয়াভিজাতাপি, জায়তে জঘনচপলাহসৌ॥"

(১৩) মহাচপলা পথ্যার্য্যা।

"উভয়োর্মহাচপলা" (পি ৪।২৭)

"যস্যা উভয়োরর্দ্ধয়োশ্চপলালক্ষণং ভবতি, সা আর্য্যা 'মহাচপলা' নাম।"

(হলায়ুধঃ)

যে আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে চপলার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে 'মহাচপলা' কহে।

উদাহরণ :—

"হৃদয়ং হরন্তি নার্য্যো, মুনেরপি ভ্রূকটাক্ষবিক্ষেপৈঃ।
দোর্মূলনাভিদেশং, নিদর্শয়ন্ত্যো মহাচপলাঃ॥" (হলায়ুধঃ)

(১৪) মহা-চপলাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(১৫) মহা-চপলান্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(১৬) মহা-চপলোভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণঃ—

"চিবুকে কপোলদেশেঽপি কূপিকা দৃশ্যতে স্মিতে যস্যাঃ।
বিপুলান্বয়প্রসূতাপি জায়তে সা মহাচপলা॥" (হলায়ুধঃ)

হলায়ুধের মতে আর্য্যা-চ্ছন্দঃ ৮০ প্রকার। কিরূপে ৮০ প্রকার হইতে পারে, তাহা তিনি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"একৈব ভবতি পথ্যা, বিপুলাস্তিস্রস্ততশ্চতস্রস্তাঃ।
চপলাভেদৈস্ত্রিভিরপি, ভিন্না ইতি ষোড়শার্য্যাঃ স্যুঃ॥
গীতিচতুষ্টয়মিত্থং, প্রত্যেকং ষোড়শপ্রকারং স্যাৎ।
সাকল্যেনার্য্যাণামশীতিরেবং বিকল্পাঃ স্যুঃ॥" (হলায়ুধঃ)

"একা পথ্যা তিস্রো বিপুলা মিলিতা এতাশ্চতস্রো জাতাঃ, পুনরেতাশ্চপলাভেদত্রয়েণ প্রত্যেকং বিশেষিতাঃ সত্যো দ্বাদশাঽন্যা আর্য্যা জায়ন্তে। তাশ্চ সর্ব্বা মিলিতা ষোড়শার্য্যা ভবন্তি। এবং গীতিরুপগীতিরুদ্গীতিরার্য্যাগীতিশ্চৈতাশ্চ পূর্ব্বোক্তষোড়শভেদৈর্ভিন্নাঃ সত্যঃ প্রত্যেকং ষোড়শপ্রকারা আর্য্যা জায়ন্তে।" (স্মৃতিতীর্থঃ)।

১টী পথ্যা ও ৩টী বিপুলা মিলিয়া ৪টী হইল। তৎপরে ৩টী চপলার প্রত্যেকটীর সহিত মিলিয়া ১২টী হইল। অতএব ৪ + ১২ = ১৬ প্রকার আর্য্যা জন্মিল। তৎপরে গীতি, উপগীতি, উদ্গীতি ও আর্য্যাগীতির প্রত্যেকটী উক্ত ১৬ প্রকারের যোগে ৬৪টী হইল। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ '৮০ প্রকার' আর্য্যা জন্মিল। ৪ প্রকার গীতি-চ্ছন্দের কথা ক্রমশঃ বলা যাইবে।

(১৭) গীতি-পথ্যার্য্যা।

"আদ্যার্দ্ধসমা গীতিঃ" (পিঙ্গল ৪।২৮)

"আদ্যেন অর্দ্ধেন সমম্ অন্যম্ অর্দ্ধং যস্যাঃ সা আদ্যার্দ্ধসমা (মধ্যপদলোপী

সমাসঃ)। এতদুক্তং ভবতি, দ্বিতীয়েঽপি অর্দ্ধে ষষ্ঠ-গণো জ-কারো ন্লো বা কর্ত্তব্যঃ।" (হলায়ুধঃ)

"পথ্যার্য্যা-ছন্দের পরার্দ্ধ যদি পূর্ব্বার্দ্ধের মত লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'গীতি-পথ্যার্য্যা' কহে। এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, পরার্দ্ধেও ষষ্ঠ-গণ মধ্যগুরু বা সর্ব্বলঘু হইবে। উদাহরণ :—

"মধুরং বীণারণিতং, পঞ্চম-সুভগশ্চ কোকিলালাপঃ।
গীতিঃ পৌরবধূনা,-মধুনা কুসুমায়ুধং প্রবোধয়তি॥"

(হলায়ুধঃ)

(১৮) গীত্যাদি-বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"ইয়মপরা বিপুলাগীতি,রুচ্যতে সর্ব্বলোকহিতহেতোঃ।
যদনিষ্টমাত্মনস্তৎ,পরেষু ভবতাপি মা ক্বচিৎ কারি॥"

(হলায়ুধঃ)

(১৯) গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২০) গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২১) মুখ-চপলাগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২২) মুখ-চপলাগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২৩) মুখ-চপলাগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(২৪) মুখচপলা-গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২৫) জঘনচপলা-গীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(২৬) জঘনচপলা-গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২৭) জঘনচপলা-গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(২৮) জঘনচপলা-গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(২৯) মহাচপলা-গীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ ঃ—

"কামং চকাস্তি গীতি, মৃগীদৃশাং সীধুপানচপলানাম্।
সুরতঞ্চ মুক্তলজ্জং, নিরর্গলালাপমণিতরমণীয়ম্" ॥

(হলায়ুধঃ)

(৩০) মহাচপলা-গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৩১) মহাচপলা-গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৩২) মহাচপলা-গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা ।

উদাহরণ :—

"পঞ্চেষুবসন্তঃ পঞ্চম,ধ্বনিস্তত্র ভবতি যদি বিপুলঃ।
চপলং করোতি কামাকুলং,মনঃ কামিনামসৌ গীতিঃ ॥"

(হলায়ুধঃ)

(৩৩) উপগীতি-পথ্যার্য্যা ।

"অন্ত্যেনোপগীতিঃ" (পিঙ্গল ৪।২১)

"অন্ত্যেন অর্দ্ধেন সমং আদ্যমর্দ্ধং যস্যাঃ, সা আর্য্যা উপগীতির্নাম ।"

(হলায়ুধঃ)।

'পথ্যার্য্যা'-ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধ যদি পরার্দ্ধের মত লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উপগীতি পথ্যার্য্যা' কহে। উদাহরণ :—

"গান্ধর্ব্বং মকরধ্বজ,দেবস্যাস্ত্রং জগদ্বিজয়ি।
ইতি সমবেক্ষ্য মুমুক্ষুভি,রুপগীতিস্ত্যজ্যতে দেশঃ।"

(হলায়ুধঃ)

(৩৪) উপগীত্যাদি-বিপুলার্য্যা ।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৩৫) উপগীত্যন্ত-বিপুলার্য্যা ।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৩৬) উপগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা ।

উদাহরণ :—

"বিপুলোপগীতিঝঙ্কার,মুখরিতে ভ্রমরমালানাম্।
রেবাতপোবনে বস,মত্ত, সততং মম প্রীতিঃ" ॥

(হলায়ুধঃ)

(৩৭) মুখচপলোপগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৩৮) মুখচপলোপগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৩৯) মুখচপলোপগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৪০) মুখচপলোপগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৪১) জঘনচপলোপগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৪২) জঘনচপলোপগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৪৩) জঘনচপলোপগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৪৪) জঘনচপলোপগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৪৫) মহাচপলোপগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ :—

"বিষয়ামিষাভিলাষঃ, করোতি চিত্তং সদা চপলম্।
বৈরাগ্যভাবনানাং, তথোপগীত্যা ভবেৎ স্বস্থম্"।

(হলায়ুধঃ)

(৪৬) মহাচপলোপগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৪৭) মহাচপলোপগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৪৮) মহাচপলোপগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণঃ—

"বিপুলোপগীতি সন্তজ্যতা,-মিদং স্থানকং ভিক্ষো।
বিষয়াভিলাষদোষেণ, বাধ্যতে চঞ্চলং চেতঃ॥"

(হলায়ুধঃ)

(৪৯) উদ্গীতিপথ্যার্য্যা।

"উৎক্রমেণোদ্গীতিঃ" (পি ৪।৩০)

"পূর্ব্বোক্তাৎ ক্রমাদ্ বিপরীতক্রমঃ উৎক্রমঃ। অয়মর্থঃ, আদ্যম্ অর্দ্ধম্ অন্তে ভবতি, অন্ত্যম্ অর্দ্ধম্ আদৌ, সা উদ্গীতির্নাম আর্য্যা॥"

(হলায়ুধঃ)

'পথ্যার্য্যা'-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধ যদি পরার্দ্ধ, এবং পরার্দ্ধ যদি পূর্ব্বার্দ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উদ্গীতি-পথ্যার্য্যা' কহে। উদাহরণঃ—

"ব্যাধ ইবোদ্গীতিরবৈঃ, প্রথমং তাবন্মনো হরসি।
দুর্নয়কর বিশ্রাম্যসি, পশ্চাৎ প্রাণেষু বিপ্রিয়ৈঃ শল্যৈঃ॥"

(হলায়ুধঃ)

(৫০) উদ্গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৫১) উদ্গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৫২) উদ্গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ ঃ—

"এষা তবাপরোদ্গীতি, রত্র বিপুলা পরিভ্রমতি।
ত্বঞ্জলভাপি যৎ, কীর্ত্তিরখিলদিক্‌পালপার্শ্বমুপযাতি॥"

(হলায়ুধঃ)

(৫৩) মুখচপলোদ্গীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৫৪) মুখচপলোদ্গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৫৫) মুখচপলোদ্গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৫৬) মুখচপলোদ্গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৫৭) জঘনচপলোদ্গীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৫৮) জঘনচপলোদ্গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৫৯) জঘনচপলোদ্গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৬০) জঘনচপলোদ্গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৬১) মহাচপলোদ্গীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ :—

"উদ্গীতিরত্র নিত্যং, প্রবর্ত্ততে কামচপলানাম্।
তস্মান্মুনে বিমুঞ্চ, প্রদেশমেতং সমেতমেতাভিঃ॥"

(হলায়ুধঃ)

(৬২) মহাচপলোদ্গীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৬৩) মহাচপলোদ্গীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৬৪) মহাচপলোদ্গীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"বিপুলা পয়োধরশ্রোণি,মণ্ডলে চক্ষুষোশ্চপলা।
উদ্গীতিশালিনী কামিনী, চ সা বর্ণিনাং মনো হরতি॥"

(হলায়ুধঃ)।

(৬৫) আর্য্যাগীতিপথ্যার্য্যা

"অর্দ্ধে বসুগণ আর্য্যাগীতিঃ" (পিঙ্গল ৪।৩১)

"অষ্টগণে প্রথমেঽর্দ্ধে সা আর্য্যাগীতির্নাম আর্য্যা। অষ্টমোঽপি গণশ্চতুর্মাত্রিকো ভবতীত্যর্থঃ। বিশেষাভাবাদ্ দ্বিতীয়মপ্যর্দ্ধং তাদৃশমেব। অত্রাপি ষষ্ঠো গণো দ্বিবিকল্প এব ন ল-কারঃ।" (হলায়ুধঃ)

যে আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্ট-গণ (৩২ মাত্রা) থাকে, তাহাকে 'আর্য্যাগীতি' কহে। পরার্দ্ধেরও ঠিক এই নিয়ম। প্রত্যেক অর্দ্ধের ৬ষ্ঠ গণ জ-কার (মধ্যগুরু) অথবা চতুর্লঘু হইবে। সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রত্যেকটীতে ২০ মাত্রা থাকিবে। উদাহরণ :—

"অজমজরমমরমেকং, প্রত্যক্ চৈতন্যমীশ্বরং ব্রহ্ম পরম্।
আত্মানং ভাবয়তো, ভবমুক্তিঃ স্যাদিতীয়মার্য্যাগীতিঃ।"

(হলায়ুধঃ)

(৬৬) আর্য্যাগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৬৭) আর্য্যাগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৬৮) আর্য্যাগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ :—

"বিষয়াভিলাষমৃগতৃষ্ণিকা, ধ্রুবং হরতি হরিণমিব হতহৃদম্।
বিপুলাত্মমোক্ষসুখকাঙ্ক্ষিভি,স্ততস্ত্যজ্যতে বিষয়রসসঙ্গঃ।"

(হলায়ুধঃ)

(৬৯) মুখচপলার্য্যাগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৭০) মুখচপলার্য্যাগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

পরিশিষ্টম্।

(৭১) মুখচপলার্য্যাগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৭২) মুখচপলার্য্যাগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৭৩) জঘনচপলার্য্যাগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণঃ—

"বাতাহতোর্ম্মিমালা,চপলং সংপ্রেক্ষ্য বিষয়সুখমল্পতরম্।
মুক্ত্বা সমস্তসঙ্গং,তপোবনান্যাশ্রয়ন্তি তেনাত্মবিদঃ॥"

(হলায়ুধঃ)

(৭৪) জঘনচপলার্য্যাগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৭৫) জঘনচপলার্য্যাগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৭৬) জঘনচপলার্য্যাগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৭৭) মহাচপলার্য্যাগীতিপথ্যার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৭৮) মহাচপলার্য্যাগীত্যাদিবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুর্লভ।

(৭৯) মহাচপলার্য্যাগীত্যন্তবিপুলার্য্যা।

উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য।

(৮০) মহাচপলার্য্যাগীত্যুভয়বিপুলার্য্যা।

উদাহরণ ঃ—

"চপলানি চক্ষুরাদীনি,চিত্তহারী চ হন্ত বিষয়গণঃ।
একান্তশীলিনাং যোগিনা,মতো ভবতি পরমসুখসম্প্রাপ্তিঃ॥"

(হলায়ুধঃ)

হলায়ুধের মতে যে ৮০ (অশীতি) প্রকার আর্য্যা-চ্ছন্দ হয়, তাহাদিগের নাম ও লক্ষণাদি যথাসম্ভব লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণ-ভট্ট যে ১১ (একাদশ) প্রকার আর্য্যা-চ্ছন্দের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

(৮১) সঙ্গীতিঃ।

"আর্য্যৈব দলদ্বয়েঽপ্যধিকৈকগুরুযুতা সঙ্গীতিঃ" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

'পথ্যার্য্যা'-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের ও উত্তরার্দ্ধের শেষে যদি একটী করিয়া অধিক গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'সঙ্গীতি'-চ্ছন্দ বলা হয়। সুতরাং 'সঙ্গীতি'-চ্ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ২০ মাত্রা ও ১৭ মাত্রা থাকে।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, পথ্যার্য্যা-চ্ছন্দের যে যে স্থানে যেরূপ 'গণ' ও 'যতি' রক্ষা করিবার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই ১১ (একাদশ) প্রকার আর্য্যারও সেই সেই স্থানে সেইরূপ 'গণ' ও 'যতি' রক্ষিত হইবে।

"আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমবিলাসঃ।
রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহতুল্যঃ॥"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮২) সুগীতিঃ।

"পূর্ব্বার্দ্ধ এবাধিকৈকগুরুযুক্ সুগীতির্নাম" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

'পথ্যার্য্যা'-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের শেষে যদি কেবল একটী অধিক গুরুবর্ণ

(২ মাত্রা) থাকে, তবে তাহা 'সুগীতি'-নামে কথিত হয়। অর্থাৎ 'সুগীতি'-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে, যথাক্রমে ২০ মাত্রা ও ১৫ মাত্রা থাকে।

উদাহরণঃ—

"আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমবিলাসঃ।
রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহরূক্‌॥"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৩) প্রগীতিঃ।

"যদি উত্তরার্দ্ধ এব তাদৃক্‌, তদা প্রগীতির্নাম" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

'পথ্যার্য্যা'-ছন্দের পরার্দ্ধের শেষে যদি কেবল একটী অধিক গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকে, তবে তাহার নাম 'প্রগীতি'-ছন্দঃ। অর্থাৎ 'প্রগীতি'-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৮ মাত্রা ও ১৭ মাত্রা থাকে।

উদাহরণ : —

"আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমার্য্যঃ।
রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহতুল্যঃ॥'

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৪) অনুগীতিঃ।

"সুগীতিরেব ব্যত্যস্তার্দ্ধাহনুগীতিঃ" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

উল্লিখিত 'সুগীতি'-ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধকে পরার্দ্ধ এবং পরার্দ্ধকে পূর্ব্বার্দ্ধ করিলে 'অনুগীতি'-ছন্দ হয়। 'অনুগীতি'-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৫ মাত্রা ও ২০ মাত্রা থাকে অনুগীতি'-ছন্দঃ 'সুগীতি'-ছন্দের বিপরীত।

উদাহরণ :—

"রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহরুরুক্।
আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমবিলাসঃ॥"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৫) মঞ্জুগীতিঃ।

"প্রগীতিরেব ব্যত্যস্তার্দ্ধা মঞ্জুগীতিঃ" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

উল্লিখিত 'প্রগীতি'-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধকে পরার্দ্ধ এবং পরার্দ্ধকে পূর্ব্বার্দ্ধ করিলে 'মঞ্জুগীতি'-চ্ছন্দঃ হইয়া থাকে। 'মঞ্জুগীতি'-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৭ মাত্রা ও ১৮ মাত্রা থাকে। 'মঞ্জুগীতি'-চ্ছন্দঃ 'প্রগীতি'-চ্ছন্দের বিপরীত।

উদাহরণ :—

রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহতুল্যঃ।
আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমার্য্যঃ॥"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৬) বিগীতিঃ।

"যদি অবিকৈকগুরুণার্য্যোত্তরার্দ্ধেন পঠিতার্দ্ধদ্বয়া তদা বিগীতিঃ"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

পথ্যার্য্যা-চ্ছন্দের চতুর্থ পাদের শেষে একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকিলে তাহার আকার যেরূপ হয়, দ্বিতীয় পাদেরও যদি ঠিক্ সেইরূপ আকার হয়, তাহা হইলে 'বিগীতি'-চ্ছন্দঃ হইয়া থাকে। 'বিগীতি'-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রত্যেকটীতে ১৭ মাত্রা থাকে।

পরিশিষ্টম্।

উদাহরণ :—

“বিষয়ান্ বিষধরবিষমান্,সংস্থতিমপি নীরসাং জ্ঞাতবতঃ।
সংসারসারভূতে,দশরথবালে মতিঃ স্থৈর্য্যমিয়াৎ ॥”

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৭) চারুগীতিঃ।

“যদি উদ্গীতির্দ্বয়োরপার্দ্ধয়োরধিকগুরুযুক্তা তদা চারুগীতিঃ (নারায়ণ-ভট্টঃ)

‘উদ্গীতি’-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের ও পরার্দ্ধের শেষে যদি একটী করিয়া গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকে, তবে ‘চারুগীতি’-চ্ছন্দঃ হয়। ‘চারুগীতি’-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৭ মাত্রা ও ২০ মাত্রা থাকে। ‘চারুগীতি’-চ্ছন্দঃ ‘সঙ্গীতি’-চ্ছন্দের বিপরীত।

উদাহরণ :—

“রামেশ্বরভট্টগুরু,র্জয়তি পিতা মে পিতামহতুল্যঃ।
আগমবিদ্যৈকনিধি,র্বিবুধেন্দ্রশতৈরধীতনিগমবিলাসঃ ॥”

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৮) বল্লগীতিঃ।

“আর্য্যাগীতেরেবৈকগুরুহীনোত্তরার্দ্ধে তায়াং বল্লগীতিঃ” (নারায়ণ-ভট্টঃ)

‘আর্য্যাগীতি’-চ্ছন্দের পরার্দ্ধের শেষে যদি একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) না থাকে, তাহা হইলে ‘বল্লগীতি’-চ্ছন্দঃ হয়। ‘বল্লগীতি’-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ২০ মাত্রা ও ১৮ মাত্রা থাকে।

উদাহরণ :—

“পীনোন্নতকুচকলসা, পীবরজঘনোরুভারমন্থরযাত্রা।
পশ্যন্তী প্রণয়েন হি, তরুণী কং বা ন চালয়েৎ পুরুষম্” ॥

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৮৯) ললিতা।

"আর্য্যাগীতেরেবৈকগুরুহীনপূর্ব্বা[illegible]তায়াং ললিতা" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

আর্য্যাগীতি-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের শেষে যদি একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) না থাকে, তাহা হইলে 'ললিতা'-চ্ছন্দঃ হয়। 'ললিতা'-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৮ মাত্রা ও ২০ মাত্রা থাকে। 'ললিতা'-চ্ছন্দঃ 'বক্তগীতি'-চ্ছন্দের বিপরীত।

উদাহরণ :—

"পশ্যন্তী প্রণয়েন হি, তরুণী কং বা ন চালয়েৎ পুরুষম্।
পীনোন্নতকুচকলসা, পীবরজঘনোরুভারমন্থরযাতা॥

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৯০) প্রমদা।

"উপগীতিরেবাদ্যার্দ্ধেঽধিকৈকগুরুযুতা প্রমদা নাম" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

'উপগীতি'-চ্ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের শেষে যদি একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) থাকে, তাহা হইলে 'প্রমদা'-চ্ছন্দঃ হয়। 'প্রমদা'-চ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ১৭ মাত্রা ও ১৫ মাত্রা থাকে।

উদাহরণ :—

"যস্য বিলাসবতীনাং,কেলিকলাকৌশলরতৈর্বিরতিঃ।
মৈথুনমাত্ররসজ্ঞঃ,শৃঙ্গবিহীনঃ পুমান্ স পশুঃ॥"

(নারায়ণ-ভট্টঃ)

(৯১) চন্দ্রিকা।

"উপগীতিরেব উত্তরার্দ্ধেঽধিকৈকগুরুযুতা চন্দ্রিকা নাম" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

'উপগীতি'-চ্ছন্দের পরার্দ্ধের শেষে যদি একটী গুরুবর্ণ (২ মাত্রা) অধিক থাকে, তাহা হইলে 'চন্দ্রিকা'-চ্ছন্দঃ হইয়া থাকে। 'চন্দ্রিকা'-চ্ছন্দের প্রথম ও

পরিশিষ্টম্।
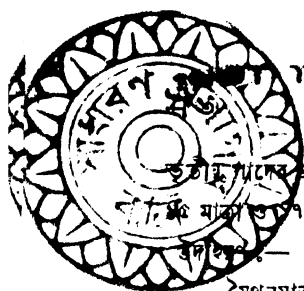
তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটীতে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে [illegible] মাত্রা ও ১৭ মাত্রা থাকে। 'চন্দ্রিকা'-ছন্দঃ 'প্রমদা'-ছন্দের বিপরীত।

উদাহরণ:—

মৈথুনমাত্ররসজ্ঞঃ, শৃঙ্গবিহীনঃ পুমান্ স পশুঃ।
যস্য বিলাসবতীনাং,কেলিকলাকৌশলরতের্বিরতিঃ॥" (নারায়ণ-ভট্টঃ)

এইখানে একটী বক্তব্য আছে। নিম্ন-লিখিত প্রাচীন শ্লোকটী একবার দেখুন:—

"যদ্যপি বহু নাধীষে, তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ, সকলং শকলং সকৃৎ শকৃৎ॥"

এই শ্লোকটী কি ছন্দে রচিত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। যদি ইহা 'আর্য্যা-ছন্দে রচিত হয়, তাহা হইলে ইহাতে অনেকগুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ, দ্বিতীয়-পাদে ১৬ মাত্রা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ৬ষ্ঠ গণে জ-গণ বা চতুর্লঘু নাই। তৃতীয়তঃ, চতুর্থ-পাদে ১৪ মাত্রা আছে। চতুর্থতঃ, চতুর্থ-পাদে 'কৃৎ শকৃৎ' এই পঞ্চকল গণ রহিয়াছে। পঞ্চমতঃ, "কৃৎ শকৃৎ" এই দুইটী পদে সন্ধি করা হয় নাই। ইহা যে 'আর্য্যা'-ছন্দে কবি রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা উল্লিখিত ৯১ প্রকার 'আর্য্যা'-ছন্দের কোনটীই নহে। বোধ হয়, পাঠের দোষেই শ্লোকটী ক্রমে ক্রমে এইরূপ বিকলাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। এখন শ্লোকটীর ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ 'পথ্যার্য্যা'-ছন্দে পরিণত করা গেল:—

"যদ্যপি বহু নাধীষে, ব্যাকরণং পঠ তথাপি রে পুত্র।
মা ভূৎ স্বজনঃ শ্বজনঃ, সকলঃ শকলঃ সকৃচ্চ শকৃৎ॥"

(উদ্ভটসাগরস্থ)

সম্পূর্ণম্।